ট্রুথ সেন্টারড
ট্রান্সফরমেশন

মডিউল

লবণ ও আলো
শিক্ষক সহায়িকা

Truth Centered Transformation is a ministry of Reconciled World. Learn more at tctprogram.org.

Reconciled World

ট্রুথ সেন্টারড ট্রান্সফর্ম—মডিউল: লবণ ও আলো সংস্করণ ৫ কপিরাইট ©২০২০ রিকনসাইল্ড ওয়ার্ল্ড, ফিনিক্স, অ্যারিজোনা, যুক্তরাষ্ট্র। www.reconciledworld.org

এই কাজটি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের শর্তাবলীর অধীনে উন্মুক্ত করা হয়েছে। আপনি এই কাজটি অভিযোজিত করতে, কপি করতে, বিতরণ করতে এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে প্রচার করতে পারবেন:

অ্যাট্রিবিউশন – আপনাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিবৃতিটি উল্লেখ করে কাজটির স্বীকৃতি দিতে হবে: কপিরাইট ©২০১৭। রিকনসাইল্ড ওয়ার্ল্ড (www.reconciledworld.org) কর্তৃক প্রকাশিত, ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-শেয়ারঅ্যালাইক ৩.০ লাইসেন্সের শর্তানুসারে। আরও তথ্যের জন্য দেখুন www.creativecommons.org

অবাণিজ্যিক – আপনি এই কাজটি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন না।

আপনি যদি এই উপাদানটি অনুবাদ করতে আগ্রহী হন, তাহলে যোগাযোগ করুন: info@tctprogram.org এ।

কিতাবের উদ্ধৃতিসমূহ: যদি অন্য কোনো উৎস উল্লেখ না করা হয়, সমস্ত কিতাবের উদ্ধৃতি পাক কিতাব, ক্যরী ভার্সন থেকে নেওয়া হয়েছে। কপিরাইট ©১৯৭৩, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ২০১১ বিবলিকা, ইনকর্পোরেটেড™ কর্তৃক। জন্ডারভ্যানের অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত। সমস্ত অধিকার সারা বিশ্বে সংরক্ষিত।

শুরু করার পূর্বে

একটি অধ্যায় শিক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হোন

১. **শিক্ষক সহায়িকাটি** খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, যদি সম্ভব হয় বেশ কয়েকবার পড়বেন মার্জিনের পাশে আপনি গুরুত্বপূর্ণ নোট নিয়ে রাখতে পারেন এবং নেই সাথে দাগ দিয়ে রাখতে পারেন যেন আপনি সহজে মনে করতে পারেন

২. প্রত্যেক অধ্যায়ের **মূল বিষয়** গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখুন তাহলে আপনি সহজেই বুঝবেন এই অধ্যায় থেকে অংশগ্রহণকারীরা কি শিক্ষা পাবে

৩. প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে **কিতাবের** যে পদ দেয়া আছে সেগুলো পড়ুন

৪. প্রত্যেক অধ্যায় শুরু করার পূর্বে সেই অধ্যায়ের সাথে কি কি **উপাদান** লাগবে সেটা দেখে নিন এবং অংশগ্রহণকারীদের সহায়িকাটি সকলের জন্য প্রিন্ট করা আছে কিনা সেটা লক্ষ্য রাখবেন ও কোন অধ্যায়ের সাথে ভিজ্যুয়াল এইড যাবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখুন

৫. মনে রাখবেন প্রত্যেক অধ্যায়ের সাথে যে **কাজগুলো** রয়েছে সেগুলো করতে আপনি স্বচ্ছন্দ কিনা (নাটক, খেলা, ভিজ্যুয়াল এইড) শিক্ষাদানের পূর্বে আপনি এগুলো আপনার পরিবার বা বন্ধুদের সাথে অনুশীলন করতে পারেন

৬. আল্লাহ যেন শিক্ষার্থীদের হৃদয় প্রস্তুত করেন, আল্লাহ তাদের কি বলতে চান সেই রব শোনার ও সেভাবে কাজ করার এবং আল্লাহ নিজে যেন সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ও অধ্যায়ের মাধ্যমে কাজ করেন, এই সকল বিষয়ে **মোনাজাতে** সময় নিন মনে রাখবেন একমাত্র আল্লাহর শক্তিতেই আমরা লোকদের পরিবর্তন দেখতে পাই

শিক্ষক সহায়িকা

১. **উদ্দেশ্য এবং উপকরণ:** প্রত্যেক অধ্যায় এই সেকশনের মাধ্যমে শুরু হবে

ক. **মূল ধারণা** – প্রতিটি পাঠে অনেক ভালো ধারণা আছে, কিন্তু অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি পাঠের শেষে এই মূল ধারণাগুলো পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা ভাল যে আপনি মনে করেন যে আপনি পাঠের নেতৃত্ব দেওয়ার পরে অংশগ্রহণকারীরা এই প্রধান ধারণাগুলি মনে রাখতে পারে তাদের মনে রাখতে সাহায্য করার জন্য প্রায়ই মূল ধারণাগুলি পর্যালোচনা করার জন্য সময় নিন।

খ. **উপকরণ** – এই শিক্ষক নির্দেশিকা নির্দেশ করবে কখন ব্যবহার করতে হবে:

i. **ভিজ্যুয়াল এইডস** - এভাবে লেবেল করা হবে এগুলো আগে থেকেই প্রিন্ট করে রাখতে হবে

ii. আমরা বড় দলের সাথে ব্যবহারের জন্য পোস্টার পেপার, হোয়াইটবোর্ড বা চকবোর্ড রাখার পরামর্শ দিই

iii. শিক্ষার্থী সহায়িকা ঐচ্ছিক পাঠের যে কোনো অংশে শিক্ষার্থী সহায়িকার সাথে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো শিক্ষক সহায়িকাতে এভাবে চিহ্নিত করা থাকবে (শিক্ষার্থী সহায়িকা).

ভিজ্যুয়াল এইডস

এই মডিউলের ভিজ্যুয়াল এইডস একটি আলাদা ডকুমেন্টে রয়েছে ভিজ্যুয়াল এইডস সূচিপত্র পৃষ্ঠায় নির্দেশিত অনুযায়ী সেগুলো প্রিন্ট ও প্রস্তুত করুন।

অনুশীলনী ১: লবণ ও আলো

মূল ধারণা:

- লবণের মতো, আমাদের জীবন আমাদের চারপাশে এবং আমাদের সমাজে পরিবর্তন আনায়নের জন্য তৈরি।

উপকরণ:

- ভিজ্যুয়াল এইড: 'আমি গণিত পারি না!' রোল প্লে স্ক্রিপ্ট (তিনটি কপি প্রয়োজন)
- ভিজ্যুয়াল এইড: তিনটি ছোট গল্প (প্রিন্ট করে আলাদা করুন)
- লবণের পাত্র, চামচ
- ঐচ্ছিক স্টুডেন্ট গাইড (শিক্ষার্থী সহায়িকা)
    - ৩টি ছোট গল্প

ভূমিকা: লবণ

বড় দলীয় কার্যক্রম

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *একটি পাত্রে কিছু লবণ দেখান বা কক্ষের চারপাশে লবণ ঘুরিয়ে দেখান।*

- এটি কী?
- এটি কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়? সংরক্ষণ, স্বাদ বৃদ্ধি, শুদ্ধ করা, পরিষ্কার করা।

লবণ কোন জিনিসকে উন্নত করার একটি মৌলিক এবং চমৎকার উপায়! আসলে, লবণ আমাদের দেহের জন্য অপরিহার্য; এটি ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না।

ঈসা লবণকে ঈসায়ীদের পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আজ আমরা দেখতে চাই কিভাবে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য লবণের মতো হতে পারি। আসুন প্রথমে কালামে দেখি ঈসা লবণ সম্পর্কে কী বলেছেন।

তুমি লবণ

বড় দলের কাজ

মথি ৫:১৩ পড়ুন: 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কি প্রকারে লবণের গুণবিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়।'

এই অনুচ্ছেদে, ঈসা তাঁর অনুসারীদের সাথে কথা বলছেন। যেহেতু আমরা তাঁর অনুসারী, তিনিও আমাদেরকে সম্বোধন করছেন। ঈসার সময়ে, লবণকে অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত—এটির মূল্য ছিল অনেক বেশি। ঈসা তাঁর অনুসারীদের জানাচ্ছেন যে তাদেরকে অত্যন্ত মূল্য দেওয়া হয়েছে।

লবণের মতো হও

লবণ মূল্যবান ছিল (এবং আছে) কারণ এটি খুব উপকারী। আমাদেরকে লবণের সাথে তুলনা করে, ঈসা আমাদের শিখাচ্ছেন যে আমরা আমাদের সমাজে উপকারী হতে পারি। তিনি স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে আমরা লবণের মতো হতে পারি এবং হওয়া উচিত।

বড় দলের কাজ (*ভিজ্যুয়াল এইড ব্যবহার করুন:* নাটিকা 'আমি গণিত পারি না!')

প্রয়োজন: ১ জন দোকানদার, ২ জন ক্রেতা, বিক্রয়ের জন্য শস্য।
দৃশ্য: দোকানদার তার দোকানে শস্য বিক্রি করছে। ক্রেতা শস্য কিনতে আসে।

১ম ক্রেতা: *(দোকানে প্রবেশ করে)* কেমন আছেন? আমি কিছু শস্য কিনতে চাই। দাম কত?
দোকানদার: হ্যাঁ,এইতো এখানে আসুন।
(দোকানদার শস্য দেয়, ১ম ক্রেতা টাকা দেয়, দোকানদার ১ম ক্রেতাকে টাকা ফেরত দেয়।)
১ম ক্রেতা: *(দূরে যেতে যেতে টাকা গুনে)* আজ আমার ভাগ্য ভালো! দোকানদার আমাকে বেশি টাকা ফেরত দিয়েছে। কী অশিক্ষিত মানুষ, সে তো যোগও জানে না। হাহা!! *(ক্রেতা ১ চলে যায়)।*
২য় ক্রেতা: *(দোকানে প্রবেশ করে)* হ্যালো। আমি শস্য কিনতে এসেছি।
(দোকানদার শস্য দেয়, ২য় ক্রেতা টাকা দেয়, দোকানদার ২য় ক্রেতা-কে টাকা ফেরত দেয়।)
২য় ক্রেতা: *(দূরে যেতে যেতে টাকা গুনে)* ওহ না! দোকানদার আমাকে বেশি টাকা ফেরত দিয়েছে। সে একটি ভুল করেছে এবং এভাবে তার ব্যবসায় ক্ষতি হবে।
২য় ক্রেতা: *(দোকানদারের কাছে ফিরে)* আমি দুঃখিত। আমি বেশি টাকা পেয়েছি। *(অতিরিক্ত টাকা ফেরত দেয়)।* আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমি স্কুল শেষ করিনি এবং গণিত ভালোভাবে জানি না। এটি আমার ব্যবসায় বড় সমস্যা সৃষ্টি করছে। আমি যদি গণিত ভালোভাবে জানতাম!
২য় ক্রেতা: হ্যাঁ, এটি একটি সমস্যা। আপনি জানেন, যদি আপনি সত্যিই শিখতে চান, আমি আপনাকে সঠিক গণিত শিখিয়ে দিতে পারি যাতে আপনি আপনার ব্যবসায় উন্নতি করতে পারেন।
দোকানদার: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ! আজ আপনি এসেছেন বলে আমি খুব খুশি।

- কে একজন ভালো ঈসায়ীর মতো আচরণ করল? *২য় ক্রেতা।*
- ২য় ক্রেতা সৎ ছিল। ২য় ক্রেতা আর কীভাবে ভালো ঈসায়ীর মতো আচরণ করল?
    - দোকানদারের গণিত দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করার প্রস্তাব দিল।
    - একটি প্রয়োজন দেখে এবং জিনিসগুলোকে উন্নত করার জন্য কাজ করল।

বড় দলীয় কাজ
পূর্ববর্তী অনুশীলনীগুলোতে আমরা শিখেছি কিভাবে আমাদের নিজের জীবনে আল্লাহর পথ অনুসরণ করে উন্নত হতে পারে এবং হওয়া উচিত। এখন আমরা এই কার্যকলাপ এবং কালাম থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের জীবন আমাদের চারপাশে এবং আমাদের সমাজে পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য তৈরি। যখন লবণ যোগ করা হয়, খাবারের স্বাদ ভালো হয়। যখন আমরা আমাদের সমাজে যাই, আমাদের উচিত চারপাশের মানুষের জন্য জিনিসগুলোকে উন্নত করা।

আমরা সবাই প্রতিদিন আমাদের সমাজে সময় কাটাই। এর মানে আমাদের নিয়মিত সুযোগ আছে আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য লবণের মতো হতে। আমাদের প্রতিদিনের কাজগুলো অগুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু—ঠিক লবণের মতো—ছোট কিছু বড় পরিবর্তন আনতে পারে।

ছোট দলের কার্যকলাপ
৩ বা ৪ জনের দলে আলোচনা করুন কিভাবে আপনি আপনার সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে যোগাযোগ করেন। আপনি কিভাবে তাদের প্রতি লবণের মতো হতে পারেন—তাদের জীবনকে উন্নত করতে?

বড় দলের অনুশীলন
শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *একটি ছোট পাত্রে লবণ দেখান।*

- লবণ যদি শুধু পাত্রের ভেতরে থাকে তবে কি এটি উপকারী? *(না)*
- রান্নার সময় লবণ সঠিকভাবে ব্যবহার করলে আমাদের খাবারের কী হবে? *(লবণ আমাদের খাবারে ভালো স্বাদ আনবে, লবণ ছাড়া খাবার বিস্বাদ হবে)*

- লবণ কি এমন জিনিসে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যা ইতিমধ্যেই লবণাক্ত? *(না!)*

আমাদের সবাইকে এই সহজ সত্য মনে রাখতে হবে: লবণ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি। আমাদের জীবনের লবণ তাদের কাছে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তৈরি যারা এখনও লবণাক্ত নয়—বিশেষ করে যারা এখনও বিশ্বাস করে না। যদি আমরা শুধু নিজেদের মধ্যে থাকি এবং শুধু জামাতের মানুষের প্রতি ভালোবাসা দেখাই, তবে আমরা অন্যদের ভালোবাসার জন্য আল্লাহর আদেশ পালন করছি না (অর্থাৎ ছড়িয়ে দেওয়া)।

যদি আমাদের জীবন আশেপাশের মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয়, তবে আমরা সত্যিই সেই ঈসায়ী জীবন যাপন করছি না যা ঈসা আমাদের জন্য চান।

আলো

বড় দলের আলোচনা

আল্লাহ আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পর, তখন আলো ছিল প্রথম জিনিস যা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। ঠিক যেমন আমরা লবণ ছাড়া বাঁচতে পারি না, তেমনি আলো ছাড়াও আমরা বাঁচতে পারি না। এটি আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য।

- আলো কী করে?
    - *জীবন দেয়, রঙ ও সৌন্দর্য দেখায়, সম্ভাব্য বিপদ প্রকাশ করে।*
- কল্পনা করুন যদি সূর্যালোক না থাকত, বৈদ্যুতিক আলো না থাকত, চাঁদের আলো না থাকত। জীবন কেমন হত?
    - *কিছুই বাড়তে পারত না।*
    - *আমরা কিছুই দেখতে পেতাম না, আমাদের সামনে এক মিটারও নয়।*

ইউহোন্না ৮:১২ পড়ুন।

- কে পৃথিবীর আলো?
    - *ঈসা*
- যখন আমরা ঈসাকে অনুসরণ করি তখন কী হয়?
    - *আমরা অন্ধকারে হাঁটি না, আমরা অন্ধ নই, আমরা দেখতে পাই কোথায় যাচ্ছি।*
    - *আমাদের জীবনের আলো আছে, আমরা রূহানিকভাবে জীবিত এবং বেড়ে উঠছি।*

ঈসা বলেছেন যে তিনি পৃথিবীর আলো এবং আমরা তাঁকে অনুসরণ করে এই আলো পেতে পারি।

মথি ৫:১৪–১৬ পড়ুন।

- এই অনুচ্ছেদে পৃথিবীর আলো কে?
    - *তাঁর অনুসারীরা—যা আমরা!*
- 'আলো জ্বালাতে' আমাদের কী করতে হবে বলে ঈসা বলেছেন?
    - *ভালো কাজ*
- আলো কার জন্য?
    - *ঘরের সবাই, সকল মানুষ*
- ঈসার বাক্য অনুসারে, যখন আমরা সত্যের আলো জ্বালাব তখন কী হবে?
    - *অন্যদের আমাদের ভালো কাজ দেখে বেহেশতে আমাদের পিতার প্রশংসা করবে, আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করবে।*

আল্লাহ বিশ্বকে আলো দিতে জামাতকে (অর্থাৎ ঈসায়ীদের) একটি বিশেষ ভূমিকা দিয়েছেন। ঈসা তাঁর ভালোবাসার আলো তাঁর অনুসারীদের কাছে দিয়েছেন। জামাত ছাড়া অন্য কোন আলো নেই; শুধু অন্ধকার আছে। যেখানে আল্লাহর লোকেরা তাদের আলো জ্বালাতে চায় না, তাদের সম্প্রদায় অন্ধকারে থাকে। জীবনের আলো ছাড়া, আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য কোন আশা নেই।

লবণ ও আলো মন্ডলীর গল্প

ছোট দলের কাজ (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দলকে ৩টি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলে একজন পাঠক থাকবে। প্রতিটি দলকে* ***ভিজ্যুয়াল এইড: তিনটি ছোট গল্প*** *থেকে একটি গল্প দিন। তাদের এটি পড়তে এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন। ব্যাখ্যা করুন যে এগুলোর প্রতিটি একটি সত্যিকারের গল্প। তারপর দলগুলো গল্প এবং উত্তরগুলি পুরো দলের সামনে উপস্থাপন করবে।*

সম্প্রদায় ১ একটি গ্রামে, যখন কেউ অসুস্থ হত, ওঝা আসত এবং পরামর্শ ও ওষুধ পেতে তাদের একটি পশু বলি দিতে বাধ্য করত। জামতের ঈসায়ীরা যখন টিসিটি প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে শিখল, তারা নিজেদের এবং প্রতিবেশীদের সাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসা করতে পাঠগুলো ব্যবহার শুরু করল। গ্রামের সবাই দেখতে পেল যে যারা তাদের পরামর্শ অনুসরণ করছিল তারা পশু বলি না দিয়েই সুস্থ হয়ে উঠছিল। এখন পুরো গ্রাম বলি দেওয়ার বদলে অসুস্থতা প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করার চেষ্টা করে। এটি তাদের টাকা বাঁচায় এবং তাদের সুস্থ রাখে! মনে হচ্ছে আল্লাহর সেবা ঈসায়ীদের জীবনকে উন্নত করে। এটি অন্যদের জীবনকেও উন্নত করে!

সম্প্রদায় ২ একটি গ্রামে, যখন মানুষ একটি ক্ষেতে ফসল কাটতে যেত, তখন ক্ষেতের মালিকের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল যে তিনি যারা সাহায্য করত তাদের সবাইকে বড় ধরনের খাবার এবং পানিও বা মদ সরবরাহ করবেন। কখনও কখনও এর খরচ ফসলের লাভের চেয়েও বেশি হত! ভালোবাসার কাজ সম্পর্কে অধ্যয়ন করার পর, এই সম্প্রদায়ের ঈসায়ীরা সিদ্ধান্ত নিল যে তারা গরিবদের ক্ষেতে কোনও অর্থ ছাড়াই সাহায্য করবে। লোকেরা অবাক হয়েছিল যে ঈসায়ীরা শুধু একে অপরকে সাহায্য করে না, জামাতের বাইরের লোকদেরও সাহায্য করে। শীঘ্রই, গ্রামের অন্য লোকেরা দেখে তারা যা করছিল তা বন্ধ করে দিল এবং খাবার ও পানীয় চাওয়া বন্ধ করে দিল। এখন গ্রামের সবাই একে অপরের ক্ষেতে বিনামূল্যে কাজ করতে ইচ্ছুক। তারা সবাই নিজেদের খাবার নিয়ে আসে, এবং তারা একসাথে কাজ করে। ফলস্বরূপ, প্রতিটি পরিবার লাভ করতে সক্ষম হয়। এখন ফসল কাটা একটি সময় যার জন্য পুরো গ্রাম অপেক্ষা করে , এবং তারা তাদের লাভ দিয়ে তাদের পরিবারের জন্য প্রদান করতে পারে।

সম্প্রদায় ৩ একটি গ্রাম ভালোবাসার কাজকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিয়েছে। তারা প্রতি সপ্তাহে ভালোবাসার কাজ করে। আসলে, এটি এখন এমন একটি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়ে গেছে যে, যখনই কেউ একটি প্রয়োজন দেখে, তারা যা করছিল তা থামিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। যদি রাস্তায় পাথর বা আবর্জনা থাকে, তারা সেগুলো সরাতে থামে। তাদের গ্রামটি একসময় এলাকার সবচেয়ে নোংরা, অনুন্নত গ্রাম ছিল। কিন্তু এখন এটি বেশ পরিষ্কার এবং সুসংগঠিত। তারা সম্প্রতি কঠোর পরিশ্রম এবং একে অপরকে সাহায্য করে এবং নিজেদের আয় দিয়ে একটি সুন্দর জামাত নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে! পরিবর্তনটি সকলের কাছে দৃশ্যমান যারা গ্রামের মধ্য দিয়ে যায়। কিন্তু এটি গ্রামবাসীদের একে অপরের প্রতি আচরণেও অনুভূত হয়। গ্রামের সবাই অনেক বেশি খুশি এবং কৃতজ্ঞ যে জামাতের লোকেরা তাদের ভালোবাসার মাধ্যমে একটি সুন্দর জীবনযাত্রা দেখিয়েছে।

- এই গল্পে জামাত কী করেছিল?
- সমাজে কী পরিবর্তন ঘটেছিল?
- গ্রামের লোকেরা কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাল?
- এখন জামাতের প্রতি তাদের মনোভাব কী?
- আমরা কিভাবে এই জামাতের মতো হতে পারি?

প্রতিবেদন

আল্লাহ আমাদের সম্প্রদায়ের নিরাময় দেখতে চান। আজকের শাস্ত্র এবং গল্পগুলি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সম্প্রদায়ের নিরাময়ের আশা জামাতের মধ্যে—বিশ্ব নিরাময় আনতে সক্ষম নয়। আমরা সেই আলো যা আমাদের সম্প্রদায়ের অন্ধকার দূর করতে পারে!

- আপনি কি আপনার নিজের সম্প্রদায় থেকে কিছু গল্প আলোচনা করতে পারেন যা দেখায় কিভাবে জীবনের আলো জ্বালানো আপনার প্রতিবেশীদের উপর প্রভাব ফেলেছে?
- কোন ভালোবাসার কাজ কি আপনার সমাজে পরিবর্তন এনেছে?
- আপনার ভালোবাসার কাজ কি জামাতের বাইরের লোকদের কাছে পৌঁছেছে?
- আপনি জামাত হিসেবে আপনার সমাজে আলো আনতে আর কী করতে পারেন?

উপসংহার

একটু থামুন এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন: আমি কি সত্যিই বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তাঁর অনুসারীদের—আমাকে এবং আমার জামাতকে—আমাদের সমাজে পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য তৈরি করেছেন?

মোনাজাত করুন যে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন যেন আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদের মাধ্যমে শক্তিশালীভাবে কাজ করতে চান আমাদের সম্প্রদায়ের অন্ধকারে আলো আনতে। আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আপনাকে লবণ ও আলো হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন, তারপর তাঁর উত্তর দেওয়ার জন্য নীরবে অপেক্ষা করুন।

অনুশীলনী ২: আল্লাহর মহিমা প্রকাশ

মূল ধারণা:

১. অন্যদের জন্য লবণ ও আলো হওয়ার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করা।
২. আমরা যা কিছু করি, সবকিছুতেই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য।

উপকরণ:

- নেই

ভূমিকা: আল্লাহর কাছে মূল্যবান

আমরা এগিয়ে যাওয়ার আগে, পাঠ ১-এ যা শিখেছি তা স্মরণ করি।
মথি ৫:১৬ পড়ুন: তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক্, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের বেহেশতী পিতার গৌরব করে। '

- **কেন আমাদের উচিত অন্যদের জন্য ভালো কাজ করে আমাদের আলো উজ্জ্বল করা?**

ভালো কাজ করার উদ্দেশ্য—লবণ ও আলো মতো হওয়া এবং ভালোবাসার কাজ করা—যেন অন্যদের দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা হয়! আমরা ভালোবাসার কাজ করি যেন আল্লাহর মহিমা প্রকাশ পায়। এই পাঠে আমরা দেখব কেন তাঁর মহিমা প্রকাশই আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

আমাদের জীবন দিয়ে আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করা উচিত

বড় দলের আলোচনা

আজ আমরা পুরাতন নিয়ম থেকে একটি অংশ পড়ব। এই অংশে ইস্রায়েলীয়রা—আল্লাহর নির্বাচিত লোকেরা—দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে যাত্রা করছিল। এটি ছিল একটি মরুভূমির মধ্য দিয়ে দীর্ঘ যাত্রা। যখন তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত ভূমির সীমানায় পৌঁছাল, তারা গুপ্তচর পাঠাল দেশটিতে। গুপ্তচররা দেখল যে দেশটি অনেক বিস্ময়কর জিনিসে পূর্ণ—যেমন আঙ্গুরের এমন বড় গুচ্ছ যা দু'জন মানুষ মিলে বহন করে। কিন্তু তারা একটি সমস্যাও আবিষ্কার করল—সেখানে অনেক শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল। দু'জন গুপ্তচর ভালো জিনিসগুলোর সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিবেদন দিল কিন্তু বাকিরা শুধু সমস্যার কথাই বলল। চলুন গণনা পুস্তকে দেখি কী ঘটেছিল।

শুমারী ১৪:১-২০ পড়ুন।

এই অংশে ইস্রায়েলের লোকেরা গুনাহ করল। আল্লাহর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস না করে, তারা মূসা ও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল, বলল যে তারা যদি মিসরে দাস হিসেবেই থাকত বা মরুভূমিতে মারা যেত তাহলে তাদের জন্য ভালো হত (আয়াত ১-৪)। এর প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ বললেন যে তিনি ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করবেন এবং এর বদলে মূসার একটি গোষ্ঠী তৈরি করবেন। মূসা আল্লাহর কাছে গিয়ে তাঁকে এমন না করতে অনুরোধ করলেন।

- ১৩-১৬- পদে মূসা আল্লাহকে এমন না করতে কোন কারণ ব্যবহার করেছিলেন?
  - *অন্যদেশীয়রা এটা শুনে বলবে যে আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সক্ষম হননি।*
- মূসা কী নিয়ে চিন্তিত ছিলেন?
  - *আল্লাহর সুনাম, অন্যদের আল্লাহ সম্পর্কে কী ধারণা হবে।*

মূসা চিন্তিত ছিলেন যে যদি আল্লাহ ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করেন, তাহলে মিসরীয়রা ভাববে যে আল্লাহ তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে যেতে সক্ষম হননি। মূসা আল্লাহর সুনাম নিয়ে চিন্তিত ছিলেন—তাঁর মহিমা! তিনি ভাবলেন, 'যদি এমন হয়, তাহলে অঈমানদারেরা আল্লাহ সম্পর্কে কী ভাববে?' মূসা বলেননি, 'ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস করো না কারণ তারা ভালো মানুষ,' বা 'কারণ এটা আমাকে একজন খারাপ নেতা হিসেবে দেখাবে।' মূসা প্রধান চিন্তা ছিল আল্লাহর সুনাম।

- আপনি কি কখনো আল্লাহর সুনাম নিয়ে ভেবেছেন?
- আমাদের কি ঈসায়ী হিসেবে আল্লাহর সুনাম (অর্থাৎ, তাঁর মহিমা) নিয়ে সচেতন হওয়া উচিত? কেন বা কেন নয়?

১ করিন্থীয় ১০:৩১ পড়ুন।

- পৌলের মতে, আমাদের কখন আল্লাহর মহিমার জন্য চিন্তা করা উচিত?
    - *যখনই আমরা কিছু করি—এমনকি দৈনন্দিন সাধারণ কাজ যেমন খাওয়া-দাওয়াও।*
- যদি ঈসায়ীদের বাড়িই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত হয়, তাদের সম্পত্তি অযত্নে থাকে, এবং তাদের শিশুরা নোংরা জামা পরে, তাহলে সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ সম্পর্কে কী ভাববে?
    - *তারা হয়তো ভাববে যে* আল্লাহ *তাঁর লোকদের দেখাশোনা করতে সক্ষম নন, তারা হয়তো বিশ্বাস করবে যে* আল্লাহ *শুধু রূহানিক বিষয় নিয়েই চিন্তিত, পরিবার নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই।*
- এর অর্থ কি এই যে, আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করার জন্য আমাদের ধনী বা নিখুঁত হতে হবে যাতে লোকেরা আমাদের প্রশংসা করে?
    - *না! বাস্তবে, ঈসা নিজেই একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে আমাদের যা কিছু আল্লাহ দিয়েছেন, তা যেন আমরা সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করি। আমাদের যে সম্পদ ও দক্ষতা আছে, তা দিয়ে আমাদের আল্লাহকে সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।*

আমাদের সবকিছুতেই আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এখানে একটি গল্প আছে যা ব্যাখ্যা করতে পারে যে এটি কেমন হতে পারে।

একটি পরিবারকে যুদ্ধের কারণে একটি শরণার্থী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। যুদ্ধের আগে পরিবারটি খুব ধনী ছিল। এখন তারা একটি দামী বাড়ি থেকে কুঁড়েঘরে বাস করতে আসল। স্ত্রীলোকটি সাধারণ বাড়িটির যত্ন নিত না এবং এটি দ্রুতই জরাজীর্ণ হয়ে পড়ল। তিনি তার আগের সুন্দর বাড়ির কথা ভেবে শুধু তার না থাকা জিনিসগুলোর কথাই ভাবতে লাগলেন। কিছুদিন পর, তার বড় ভাসুর এসে থাকতে লাগলেন। তিনি বাড়িটির চারিদেকে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করলেন, বাড়িটি মেরামত করলেন, এবং কিছু ফুল তুলে এনে আল্লাহর সৌন্দর্য ঘরের ভিতর আনলেন। তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে টাকা খরচ না করে এমন সাধারণ কাজগুলো করলেন। গাছপালা ও ফুল দিয়ে বাড়িটি পরিপাটি, পরিষ্কার ও গুছিয়ে ফেলায় ঘরের পরিবেশ বদলে গেল। এতে শুধু তার ভাইয়ের স্ত্রীই নয়, পুরো পরিবার এবং প্রতিবেশীরাও আশাবাদী হল। পরিবারটি এখনও দরিদ্র ছিল এবং বাড়িটি এখনও ছোট ও সাধারণ ছিল, কিন্তু ভাইটি পরিবারের যা ছিল তা ব্যবহার করে একটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করলেন।

ছোট দলের কার্যক্রম

ছোট দলে, এই ২টি প্রশ্নের জন্য যতটা সম্ভব ধারণা নিয়ে আসুন।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *প্রয়োজনে, কিছু ধারণা একসাথে নিয়ে শুরু করুন যাতে তারা বুঝতে পারে কোন ধরনের উত্তর সম্ভব। দলগুলি শেষ হলে, তাদের ক্লাসে রিপোর্ট করতে বলুন।*

অঈমানদারদের মধ্যে আল্লাহর সুনাম গড়ে তুলতে আমরা কী কী করতে পারি?	অঈমানদারদের মধ্যে আল্লাহর সুনাম নষ্ট করতে আমরা কী কী করতে পারি?
• *আমাদের সন্তানদের যত্ন নেওয়া*	• *আমাদের পরিবারের যত্ন না নেওয়া*

• *আমাদের স্ত্রীদের ভালোবাসা* • *কঠোর পরিশ্রম করা* • *অন্যদের সেবা করা* • *স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অনুসরণ করা* • *পরিবেশ, পশুপাখি, গবাদি পশুর যত্ন নেওয়া* • *আমাদের সম্পত্তি পরিপাটি রাখা*	• *পরিবেশ নষ্ট করা* • *আমাদের দেহের যত্ন না নেওয়া (মদ্যপান ও ধূমপান) সহজে রেগে যাওয়া* • *অসততা (দৈনন্দিন কাজ/ব্যবসায়)* • *আমাদের সঙ্গীর প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়া* • *আমাদের সন্তান, সঙ্গী, পশুপাখিকে প্রহার করা*

প্রতিবেদন

বড় দলের আলোচনা

- লোকেরা যখন আপনার জীবন দেখে, তখন কি তারা ভাবে, 'আল্লাহ কত মহান! তাঁর নিয়মগুলো আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাঁর পথই সর্বোত্তম!' নাকি তারা ভাবে যে আমাদের আল্লাহ খুব শক্তিশালী বা গুরুত্বপূর্ণ নন?
- আমরা কি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি আজ্ঞাবহ হচ্ছি? আমরা কি কঠোর পরিশ্রম করি? আমরা কি অন্যদের প্রতি ভালোবাসা দেখাই? আমরা কি প্রজ্ঞার সহিত আমাদের অর্থ ব্যয় করি? আমরা কি সৎ? আমরা কি উদারভাবে দান করি? আমরা আন্যরকম ভাবে কি করতে পারি?

আল্লাহর দূত

বড় দলের আলোচনা

আল্লাহর সুনাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আমাদেরকে তাঁর দূত বলে ডেকেছেন।

২ করিন্থীয় ৫:২০ পড়ুন।

- রাজদুত কাকে বলে?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *শ্রোতাদের জন্য পরিচিত দেশের নাম দিয়ে উদাহরণ দিন।*

রাষ্ট্রদূত হল এমন একজন যে একটি দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়ে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনিয়ার একজন দূত আছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্বে আছেন। কেনিয়ার সরকার যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে দূত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের পক্ষে কথা বলেন। তিনি লোকদের কেনিয়ার সংস্কৃতি ও মানুষের সম্পর্কে বলেন। তিনি তাদের কেনিয়া ভ্রমণ করতে, কেনিয়াতে ব্যবসা স্থাপন করতে এবং কেনিয়ার পণ্য কিনতে উৎসাহিত করেন। তিনি জনসমক্ষে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে ও উপস্থিত হয়ে কেনিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন–তিনি যা বলেন ও করেন, এমনকি তার পোশাকও, তার দেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

এটি সন্তান থাকার মতো। যদি আপনার সন্তান কিছু খারাপ করে, আপনি লজ্জিত হন। এটা আপনাকে খারাপ দেখায়। যদি আপনার সন্তান কিছু ভালো করে, আপনি গর্বিত হন। এটা আপনাকে ভালো দেখায়।

আমরাও আল্লাহর রাজ্যের দূত। আমরা আল্লাহর সন্তান। লোকেরা যখন আমাদের ও আমাদের জীবন দেখে, তখন তাদের আল্লাহর রাজ্য কেমন তা দেখতে পাওয়া উচিত।

- আমাদের জীবন লোকদেরকে আল্লাহর রাজ্য কেমন তা সম্পর্কে কী বলে?

একটু চিন্তা করুন যে গত সপ্তাহে আপনি কীভাবে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। লোকেরা যখন আপনার জীবন দেখে, তারা আল্লাহ কে সে সম্পর্কে কী বুঝতে পারে?

সঙ্গীর সাথে কাজ

জোড়ায় জোড়ায়, এই সপ্তাহে আপনি কিছু নির্দিষ্ট জিনিস আলাদাভাবে করার চেষ্টা করবেন তা ভাবুন। একসাথে মেনাজাত করুন যেন আল্লাহ আপনাকে সেই পরিবর্তনগুলি করতে সাহায্য করবেন যা আপনি করতে চান।

উপসংহার

আল্লাহর মহিমার জন্য জীবনযাপন আমাদের সকল পরিস্থিতিতে আনন্দে পূর্ণ করতে পারে।

ইউহোন্না ১৫:১০-১১ পড়ুন।

- ঈসার আদেশ পালন করা কোনো বোঝা নয়, বরং একটি আনন্দ!

১ পিতর ২:১২ পড়ুন।

- আল্লাহর মহিমার জন্য জীবনযাপনের লক্ষ্য হল যে অন্যদের দ্বারা তাঁর মহিমা প্রকাশ পাবে।

এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে এইভাবে জীবনযাপন করে, আল্লাহ আমাদের আরও বেশি রহমত করেন আমাদের আনন্দ দিয়ে?

অনুশীলনী ৩: সত্যিকারের ঈসায়ী জীবন

মূল ধারণা:

সত্যিকারের ঈসায়ীজীবন বাইরের কার্যকলাপে প্রকাশ পায় যা আমাদের ভিতরের অবস্থা থেকে আসে। এগুলো আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসার ফল।

উপকরণ:

- ভিজ্যুয়াল এইড: ৩টি চরিত্রের নাটিকা নির্দেশিকা কার্ড
- ৩টি মোমবাতি ও দেশলাই (ঐচ্ছিক কার্যকলাপ)

ভূমিকা

ছোট দলের আলোচনা

- আপনি কীভাবে একজন সত্যিকারের ঈসায়ীকে বর্ণনা করবেন? আপনি কীভাবে চিনবেন যে কেউ সত্যিকারের খ্রিস্টান? তারা কী কাজ করে বা তাদের কী গুণ থাকতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

প্রতিবেদন

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দলগুলোকে তাদের লেখা কিছু গুণ আলোচনা করতে বলুন। তারপর দলগুলোকে তাদের তালিকা দেখতে বলুন। তালিকায় কতগুলো জিনিস জামাতে যাওয়ার মতো কার্যকলাপ? কতগুলো সততার মতো চরিত্রের গুণ? কোন তালিকা বড়?*

আজ আমরা ঈসায়ী আচরণের ৩টি সাধারণ উদাহরণ দেখব।

চরিত্র ১: শুধু বাইরে

বড় দলের কাজ: নাটিকা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *আপনার ৩ জন স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। **ভিজ্যুয়াল এইড** কার্ড দিয়ে রোল প্লে করার সময় নিশ্চিত করুন যে স্বেচ্ছাসেবকরা নিম্নলিখিতভাবে অভিনয় করতে প্রস্তুত:*

- ১ম চরিত্র: খুব অহংকারীভাবে অভিনয় করুন
- ২য় চরিত্র: বিচারক ও অসন্তুষ্টভাবে অভিনয় করুন
- ৩য় চরিত্র: যত্নশীল, বিনয়ী ও অনুতপ্তভাবে অভিনয় করুন

চরিত্র ১: (খুব অহংকারীভাবে অভিনয় করুন)

কি তৃপ্তি! আজ আমি শহরে একদল লোকের কাছে প্রচার করেছি। আমার উচ্চস্বরে কথা বলার ক্ষমতা সবাইকে আমার গুরুত্বপূর্ণ মোনাজাত ও রূহানিক নিয়ম শোনাতে খুব উপকারী ছিল। আমি তাদের বলেছি কিভাবে তাদের বাঁচা উচিত। আমি নিশ্চিত যে আমি তাদের বোঝাতে পেরেছি, কারণ আমার প্রচার শেষ হলে তারা সবাই ঈসায়ী হতে হাত তুলেছিল। আমি সত্যিই এই এলাকার সেরা তবলিগকারী—আমার মতো সাফল্য আর কারো নেই! এতে আশ্চর্যের কিছু নেই: আমি প্রতিদিন ২ ঘন্টা মোনাজাত ও ১ ঘন্টা কিতাব পড়ি। গত সপ্তাহে আমি ৩ দিন রোজা করেছি এবং আল্লাহর কাছে এই মাসে ১৫০ জনের রূপান্তরের জন্য মোনাজাত করেছি। আমি নিশ্চিত যখন তিনি দেখবেন যে আমি কত মোনাজাত ও রোজা করি, তিনি আমার মোনাজাতের উত্তর দেবেন। এটি খুব খারাপ যে অন্যরা আমার মতো রূহানিক নয়। তারা আল্লাহর কাজে নিজেদের সত্যিই নিবেদিত করতে জানে না... ওহ! সেই পাড়ার মাতাল আবার এসেছে। মনে হচ্ছে সে বাড়ির পথও খুঁজে পাবে না, আর এখন মাত্র ৫:০০! তার সত্যিই আমার একটি প্রচার শোনা দরকার! আচ্ছা, এখন আমার তার জন্য সময় নেই—মোনাজাতের সময় হয়েছে! (দ্রুত চলে যায়।)

- আপনি ১ম চরিত্র -কে কীভাবে বর্ণনা করবেন?
    - *শুধু নিজের গৌরব নিয়ে চিন্তিত; রূহানিক জিনিসে আগ্রহী, ভালোবাসার কাজে নয়।*
- আপনি কি কখনো এমন কাউকে এর আগে দেখেছেন?

আমাদের প্রথম চরিত্রটি একটি ফরিশীর মতো। ফরিশীরা ঈসার সময়ে জামাতের নেতা ছিল। তারা মূসার আইন অধ্যয়ন ও শিক্ষাদানে তাদের সমস্ত জীবন কোরবানী করেছিল। তারা আল্লাহর আইন অনুসরণ ও নিখুঁত 'পবিত্র জীবন' যাপনে এতটাই চিন্তিত ছিল যে তারা ১০টি আদেশের উপর অতিরিক্ত ৩৬৫টি নিষেধ ও ২৫০টি আদেশ যোগ করেছিল এবং সবাইকে তা মানতে বলত। ফরিশীদের সবচেয়ে পাক মানুষ মনে করা হত। সাধারণ মানুষ কখনোই তাদের মতো 'পাক' হতে পারত না।

তবে, কিতাবের বারবার আমরা দেখি ঈসা ফরিশীদের সমালোচনা করছেন যাদের 'সবচেয়ে পাক' মনে করা হত। আসলে, ঈসার সবচেয়ে কঠোর কথা পতিতা বা মাতালদের জন্য নয় বরং ফরিশীদের জন্য ছিল। আসুন দেখি তিনি তাদের কী বলেছিলেন:

মথি ২৩:১-৭, ২৩-২৮ পড়ুন।

- এই আয়াতগুলো থেকে আপনি কী মনে করেন যে ফরিশীদের কোন গুনাহ ছিল?
    - *ফরিশীদের বাইরের কাজগুলো ঠিক ছিল, কিন্তু ভিতরে তারা লোভী, অহংকারী, শুধু নিজেদের নিয়ে আগ্রহী ও নিজেদের প্রচার করত। **তারা মানুষের যত্ন নিত না** কিন্তু কঠোর মানদণ্ড তৈরি করত, আল্লাহর মানদণ্ড নয়। মানুষ তাদের তৈরি মানদণ্ড পূরণ করতে পারত না। তারা নিজেরা নিখুঁত না হলেও **এমনভাবে আচরণ করত যেন তারা নিখুঁত এবং যারা নিখুঁত নয় তাদের কঠোরভাবে বিচার করত। ফরিশীরা পবিত্র জীবন যাপনের চেয়ে পাক বলে প্রতীয়মান হওয়ায় বেশি চিন্তিত ছিল।***

যদিও ফরিশী ও আমাদের নাটিকার চরিত্রটি এর চরম উদাহরণ, আমরা সবাই এই প্রলোভনে পড়তে পারি যে আমরা যতটা রূহানিক তার চেয়ে বেশি রূহানিক বলে ভান করি, বা শুধু ঈসায়ীর মতো আচরণ করি কিন্তু আল্লাহ থেকে অনেক দূরে থাকি। আল্লাহ আমাদের বাইরের কাজের চেয়ে আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্কে বেশি আগ্রহী। আমাদের বাইরের কাজগুলো তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে আসা উচিত।

এখন আসুন আমাদের দ্বিতীয় চরিত্রটি দেখি।

২য় চরিত্র: ভালোবাসা ছাড়া সেবা

বড় দলের কাজ:
***শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: ভিজ্যুয়াল এইড** কার্ড ব্যবহার করুন।*

চরিত্র ২: (হতাশ, খারাপ মনোভাব নিয়ে অভিনয় করুন এবং কথা বলার সাথে সাথে রাগান্বিত হোন)
উফ! কি এক দিন। আমি ক্লান্ত! জামাতের অংশ হওয়ায় আমার অনেক সময় চলে যাচ্ছে! প্রতি সপ্তাহে আমি অন্যদের সাহায্য করতে সময় দিই। আশ্চর্যের কিছু নেই যে ইমাম আমাকে বলেছিলেন যে আমি জামাতের জন্য একটি আশীর্বাদ! আজ আমি ৩ জন অসুস্থ লোককে দেখতে গিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম। গত সপ্তাহেই, আমি একজন বিধবার জন্য একটি বাড়ি তৈরি করার ব্যবস্থা করেছিলাম... (রাগান্বিত হতে শুরু করে) যদিও আমি সেই মহিলাকে সত্যিই বুঝি না। আমি বলতে চাইছি সে খুব কৃতজ্ঞ ছিল না। সে ধন্যবাদ বলেছিল, কিন্তু এটা প্রায় এমন মনে হচ্ছিল যে সে মনে করেছিল এটি তার প্রাপ্য। আমি সত্যিই এমন মানুষ পছন্দ করি না। তারা বুঝতে পারে না যে আমি তাদের সাহায্য করবার জন্য কত কিছু ত্যাগ করি। আমার নিজের পরিবারও তো দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু সত্যিই তার কোনো কৃতজ্ঞতা ছিল না। লোকেদের উচিত আমার প্রচেষ্টাকে আরও সম্মান করা। বোকা বিধবা, আমার তার সাহায্য না করাই উচিত ছিল।

- আপনি ২য় চরিত্র-কে কীভাবে বর্ণনা করবেন?

- *জামাতের কাজে কঠোর পরিশ্রম করছে কিন্তু ভুল মনোভাব ও উদ্দেশ্য নিয়ে।*

দ্বিতীয় চরিত্রটি তার সুনাম নিয়ে চিন্তিত ছিল। সে ভালোবাসার কাজ করছিল একটি খারাপ মনোভাব ও ভুল কারণে—যাতে অন্যরা তাকে প্রশংসা করে। আসুন এই সমস্যা সম্পর্কে আরেকটি আয়াত দেখি।

১ করিন্থীয় ১৩:১-৩ পড়ুন।

- এই অংশটি থেকে দ্বিতীয় চরিত্রটিতে কী অনুপস্থিত ছিল? (ভালোবাসা)

কিতাব আমাদের স্পষ্টভাবে শেখায় যে হৃদয়ে ভালোবাসা ছাড়া অন্যদের সেবা করা যথেষ্ট নয়! আমরা এই আয়াত থেকে বুঝতে পারি যে আমাদের ভালোবাসার কাজ মূল্যবান হতে হলে আমাদের ভালোবাসা থাকতে হবে।

ছোট দলের আলোচনা
কল্পনা করুন যে ২য় ব্যক্তি আপনার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছে। তারা ১ করিন্থীয় ১৩ সম্পর্কে একটি প্রচার শুনেছে কিন্তু তারা সত্যিই খুব ভালোবাসা অনুভব করছিল না। তারা ভালোবাসতে চেয়েছিল কিন্তু কিভাবে তাদের কিছু লোককে ভালোবাসা উচিত? বিশেষ করে যারা বিশেষভাবে বিরক্তিকর। ২য় ব্যক্তি-কে অন্যদের ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেতে কি পরামর্শ দেবেন?

প্রতিবেদন

ভালোবাসার উৎস

যদি আমরা ভালোবাসায় বৃদ্ধিপেতে চাই, আমাদের সর্বদা ভালোবাসার উৎসের কাছে যেতে হবে।

১ ইউহোন্না ৪:৭-৯ পড়ুন।

- ভালোবাসা কোথা থেকে আসে? ভালোবাসা আল্লাহ থেকে আসে। আল্লাহ ভালোবাসা।

যেহেতু ভালোবাসা আল্লাহ থেকে আসে, তাই যখন আমরা ভালোবাসা অনুভব করি না তখন আমাদের আরও ভালোবাসা দিতে আল্লাহর দিকে তাকাতে হবে।

বড় দলের অনুশিলন (ঐচ্ছিক)
শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *একজন স্বেচ্ছাসেবককে সামনে আসতে বলুন। তাকে একটি নিভানো মোমবাতি দিন। স্বেচ্ছাসেবককে মোমবাতি জ্বালাতে নির্দেশ দিন। (আলোর উৎস ছাড়া এটি জ্বালানো সম্ভব হবে না।)*

জিজ্ঞাসা করুন:

- আপনি আপনার মোমবাতি কেন জ্বালাতে পারছেন না?
  - কারণ আমার কাছে এটি জ্বালানোর জন্য আলো নেই।
- আপনার কী প্রয়োজন?
  - একটি আলো / আলোর উৎস।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *স্বেচ্ছাসেবককে সামনে থাকতে বলুন। কক্ষের অন্য কাউকে আরেকটি নিভানো মোমবাতি দিন। স্বেচ্ছাসেবককে সেই ব্যক্তির মোমবাতি জ্বালাতে নির্দেশ দিন। (এটি সম্ভব হবে না কারণ এখনও আলোর উৎস নেই।)*
জিজ্ঞাসা করুন:

- আপনি কেন আপনার প্রতিবেশীর মোমবাতি জ্বালাতে পারছেন না? কারণ আমার নিজের মোমবাতি জ্বালানো নেই।
- আপনার নিজের আলো ছাড়া অন্য কারো মোমবাতি জ্বালানোর চেষ্টা করা কি যুক্তিসঙ্গত? অবশ্যই না!

ঠিক যেমন আমরা আগুন বা আলোর উৎস ছাড়া একটি মোমবাতি জ্বালাতে পারি না, তেমনি ভালোবাসার উৎস ছাড়া আমরা সত্যিকারে ভালোবাসায় পূর্ণ হতে পারি না।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *কক্ষের সামনের একটি টেবিলে একটি বড় মোমবাতি জ্বালান।*

- *বলুন,* 'ঈসা পৃথিবীর আলো। আমাদের আলোর উৎস আল্লাহর কাছ থেকে ঈসা মসীহের মাধ্যমে আসে।'
- *দ্বিতীয় স্বেচ্ছাসেবককে জিজ্ঞাসা করুন, 'আপনি যদি এই আলোর উৎসের কাছে আসেন, আপনি কি আপনার মোমবাতি জ্বালাতে পারেন?' (হ্যাঁ।)*
- *স্বেচ্ছাসেবককে মোমবাতি জ্বালাতে নির্দেশ দিন।*
- *বলুন,* 'এখন আপনি আলোতে পূর্ণ কারণ আপনি আলোর উৎস খুঁজছিলেন। এখন আপনি কি আপনার প্রতিবেশীর মোমবাতি জ্বালাতে সক্ষম?' *(হ্যাঁ।)*
- *স্বেচ্ছাসেবককে অন্য মোমবাতি জ্বালাতে নির্দেশ দিন।*

- আমরা এই প্রদর্শন থেকে কী শিখলাম?
    - *ঈসা একমাত্র আলো ও ভালোবাসার উৎস। তাঁর ভালোবাসা না পেলে আমরা ভালোভাবে ভালোবাসতে পারি না।*

এটা স্পষ্ট যে আমাদের ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেতে হলে ভালোবাসার উৎসের কাছে যেতে হবে যাতে আমরা তখন অন্যদের মসীহের ভালোবাসা দেখাতে পারি।

ভালোবাসায় বৃদ্ধি

আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, আমরা মোনাজাত করে ও আল্লাহকে বলে আমাদের ভালোবাসা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করে ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেতে পারি। এখানে আরও কিছু উপায় দেওয়া হলো।

১. <u>অন্যদের জন্য মোনাজাত করুন</u>
    - ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় যখন আমরা মানুষের জন্য মোনাজাত করি–এমনকি যাদের আমরা পছন্দ করি না। আল্লাহকে তাদের জন্য ভালোবাসা দিতে বলুন। আপনি প্রতিদিন তাদের জন্য মোনাজাত করতে সময় ব্যয় করলে আপনি আশ্চর্য হবেন কিভাবে আল্লাহ তাদের প্রতি আপনার মনোভাব পরিবর্তন করেন। এটি সময় নেয়!

২. <u>কাজ করুন / বাধ্যতা</u>
    - ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় যখন আমরা কাজ করি; ভালোবাসা শুধু একটি ভালো অনুভূতি নয়। কখনও কখনও এটি একটি কাজ। তাই, যদিও আমরা অগত্যা ভালোবাসা অনুভব করি না, তবুও আমরা কারো প্রতি ভালোবাসা দেখানোর চেষ্টা করতে পারি এবং মোনাজাত করতে পারি যে ভালোবাসার অনুভূতি বাড়বে।

৩. <u>অন্যদের সম্পর্কে জানতে সময় নিন</u>
    - প্রায়শই আমরা অন্যদের সম্পর্কে আরও জানলে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়ে।

মনে রাখবেন: কাউকে ভালোবাসা মানে এই নয় যে আপনি তাদের সমস্ত কাজের সাথে একমত। যদি কেউ গুনাহ করে, তবে আমরা গুনাহের সাথে একমত নই, কিন্তু আমরা পাপীকে ভালোবাসি। ঈসা পতিতা ও কর আদায়কারী ও অন্যান্য সামাজিক অনাচারকারীদের সাথে সময় কাটিয়েছেন। তিনি তাদের পাপের অনুমোদন দেননি, কিন্তু তিনি তাদের ভালোবাসতেন। তিনি তাদের সাথে খেয়েছেন, তাঁর জীবন তাদের সাথে ভাগ করেছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা থেকে তাদের সেবা করেছেন।

চরিত্র ৩: ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয়ে সেবা করা

বড় দলের কাজ: নাটিকা
শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: ভিজ্যুয়াল এইড *কার্ড ব্যবহার করুন।*

চরিত্র ৩: (বিনয়ী ও অনুতপ্তভাবে অভিনয় করুন)
আমি সবসময় (ব্যক্তি ১) ও (ব্যক্তি ২) দ্বারা খুব প্রভাবিত। তারা এত রূহানিক এবং জামাতের জন্য এত ভালো কাজ করে। কিন্তু মনে হয় আমি কখনোই তাদের মতো ভালো হতে পারি না। আজ আমি মোনাজাতে সময় দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আমার মেয়ে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছে, তাই আমি তা পরিষ্কার ও ব্যান্ডেজ দিতে থেমে গেছি। শীঘ্রই শিশুদের স্কুলে নেওয়ার সময় হয়ে গেল। এরপর আমি ক্ষেতে কাজ করতে গেলাম। বাড়ি ফেরার পথে, আমি পাশের বিধবার সাথে দেখা করতে থেমে গেলাম। দুঃখী মহিলা-সে তার স্বামীকে হারিয়েছে, এবং সে খুব তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমি তার জন্য সত্যিই খুব দুঃখিত বোধ করছি। আমরা কয়েক ঘন্টা কথা বলেছি যখন আমি তার কাপড় ধোয়াতে সাহায্য করছিলাম, এবং আমি তার সাথে মোনাজাত করেছি। সে অনেক খুশি মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমি কামনা করছি যে আমি তাকে সাহায্য করার জন্য আরও কিছু করতে পারতাম। তার জন্য আমার হৃদয় খুব দুঃখিত। যদি আমি অন্যদের মতো আরও রূহানিক হতাম, তাহলে আমি আরও করতে পারতাম। (মাথা নত করে) পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন যে আমি নিখুঁত নই। আমি এমন একটি জীবন যাপন করতে চাই যা আপনাকে সম্মান করে। আমাকে দেখান কিভাবে আমার সময় ব্যয় করতে হবে এবং আপনার মত অন্যদের ভালোবাসতে হবে। আমি আপনার সাহায্য চাই; আমি জানি আমি এটি নিজে থেকে করতে পারি না।

- আপনি ৩য় চরিত্র-কে কীভাবে বর্ণনা করবেন?
    - *বিনয়ী, যত্নশীল, ভালোবাসা দেখানো দৈনন্দিন জীবনের অংশ। সে সত্যিকারের লবণ ও আলো।*
- সে কিভাবে তার সময় কাটিয়েছে? *ভালোবাসার কাজ করেছে, মোনাজাতে সময় কাটানোর ইচ্ছা করেছে।*
- আপনি কিভাবে জানেন যে তার হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল? *প্রতিবেশীর জন্য দুঃখিত বোধ করেছে, আল্লাহর গৌরব খুঁজেছে।*

ছোট দলের আলোচনা
লূক ১৮:৯-১৪ পড়ুন

- এই আয়াতে আল্লাহ কাকে প্রশংসা করেছিলেন?
- এতে কী আশ্চর্যের ছিল? (ফরিশীদের সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি তা মনে রাখুন।)
- তিনটি নাটিকার মধ্যে কোনটি আপনি মনে করেন আল্লাহ যে ধরনের ঈসায়ী খুঁজছেন তার সবচেয়ে ভালো বর্ণনা করে? কেন?
- একজন সত্যিকারের ঈসায়ীর বিষয়ে আপনার মূল বর্ণনাটি করুন। এই পাঠে আমরা যা দেখেছি তা থেকে আপনি কীভাবে এটি সমন্বয় করবেন?

তৃতীয় চরিত্রটি তার সাধারণ, দৈনন্দিন কাজগুলো আল্লাহর গৌরব কামনা করে করেছিল। তার কোনো বিশেষ যোগ্যতা ছিল না এবং ব্যতিক্রমী কেউ হিসেবে আলাদাভাবে উঠে আসেনি,কিন্তু তার হৃদয় ভালোবাসায় পূর্ণ ছিল এবং একটি আত্মা ছিল যা ভালোবাসায় কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল। তিনি দয়ার সাথে কাজ করেছিলেন এবং মোনাজাতে আল্লাহর অন্বেষণ করেছিলেন। সে তার দৈনন্দিন কাজে বিশ্বস্ত ছিল কিন্তু তার চারপাশের প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিয়েছিল। এই তৃতীয় চরিত্রটি দেখায় যে আমাদের সেবা করার জন্য নিখুঁত হতে হবে না! আল্লাহ চান যেন আমরা তাঁকে যা দিই (আমাদের দৈনন্দিন জীবন) তা তাঁর গৌরবের জন্য।

ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয়ে অন্যদের সেবা করা আল্লাহর গৌরব আনে এবং অন্যদের তাঁকে প্রশংসা করতে প্ররোচিত করে! আমরা সত্যিকারে পৃথিবীর আলো হতে পারি না ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয় ছাড়া। ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয় পাওয়ার একমাত্র উপায় হল আমাদের নিজের গৌরবের বদলে আল্লাহর গৌরব খোঁজা।

উপসংহার

গত কয়েক পাঠে আমরা একজন ঈসায়ীর অনেক কাজ স্মরণ করেছি-আমাদের লবণ ও আলো হতে হবে, এবং আমাদের আল্লাহর গৌরব আনতে হবে। কিন্তু আমরা কখনোই ভুলে যাব না যে এই কাজগুলো করার ক্ষমতা আল্লাহ থেকে আসে। এটি আল্লাহর সাথে সঠিক সম্পর্ক দিয়ে শুরু হয়। এটি ছাড়া আমরা প্রথম দুই চরিত্রের মতো হয়ে যাব-হয় শুধু বাইরে সঠিক কাজ করব কিন্তু আল্লাহ থেকে দূরে থাকব, অথবা সেবা করব কিন্তু ভালোবাসার অভাবে হতাশ হয়ে যাব।

ব্যক্তিগত প্রতিফলন

আমাদের নাটিকার চরিত্রগুলোর কথা মনে করুন- আপনি কাদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন? আল্লাহকে আপনার হৃদয় পরীক্ষা করতে ও নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দেখাতে বলুন:

- আমি কি চাই যে আল্লাহ আমার কাজের কারণে গৌরব ও শুকরিয়া পান? নাকি আমি অন্যরা আমাকে শুকরিয়া করবে সে বিষয়ে বেশি চিন্তিত?
- আমি কি আল্লাহকে আন্তরিকভাবে খুঁজছি, নাকি শুধু বাইরে সঠিক কাজ করছি? জানার একটি উপায় হল দেখুন আপনি কখনো না দেখলে কেমন হন। কেউ না দেখলে আপনি আপনার পরিবারের সাথে কেমন আচরণ করেন? কেউ না দেখলে আপনি আল্লাহর বিষয়গুলোর প্রতি কতটা নিবেদিত? আপনি কি সত্যিই ভালোবাসেন, নাকি লোকেরা আপনাকে পাক মনে করবে সে বিষয়ে বেশি আগ্রহী?
- আমি কি সত্যিই আমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে পারি, নাকি আমাকে আল্লাহকে আমার হৃদয় পরিবর্তন করতে বলতে হবে যাতে আমি সত্যিকারে ভালোবাসতে পারি?

একাকী, জোড়ায় বা দলে মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ আমাদের হৃদয় ও কাজগুলো পরিবর্তন করবেন যাতে আমরা সত্যিকারে আমাদের সমাজে তাঁর ভালোবাসার আলো প্রদর্শন করতে পারি।

আমাদের পরবর্তী পাঠগুলো আমাদের রূহানিকভাবে বাড়তে শেখাবে যাতে আমাদের হৃদয় আল্লাহর সন্তুষ্টজনক হয়।

অনুশীলনী ৪: গুনাহ দূর করা ও মনকে নবায়ন করা

মূল ধারণা:

১. আমাদের সমাজে লবণ ও আলোর মতো হতে হলে পাপ কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপকরণ:

- ভিজ্যুয়াল এইড: ব্ল্যাক ডট (কালো ফোটা) খেলা (সবার জন্য একটি করে কার্ড প্রিন্ট বা তৈরি করুন – প্রথম সারিটি দলকে দেখানোর জন্য কাটুন এবং বাকি কালো ডটগুলো আলাদা করে একটি খাম বা ব্যাগে রাখুন)
- ভিজ্যুয়াল এইড: ছয়টি ছবি – 'গুনাহ দূর করা'র তিনটি ধাপ এবং 'মনকে নবায়ন করা'র তিনটি ধাপের জন্য
- বড় কাগজ বা হোয়াইট বোর্ড: (পাপ কাটিয়ে ওঠার ৯টি ধাপ লিখতে, প্রতিটি ধাপের মধ্যে ফাঁকা জায়গা রাখতে হবে)
- ঐচ্ছিক স্টুডেন্ট গাইড (শিক্ষার্থী সহায়িকা)
    - গুনাহ কাটিয়ে ওঠার ধাপসমূহ (শাস্ত্র ও ছবি সহ সারাংশ)

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *এই পাঠের প্রদর্শনীগুলো উপস্থাপনের আগে অনুশীলন করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে এটি শেখানো বিষয়বস্তু বোঝানোর জন্য কার্যকর হবে। এছাড়াও, বড় দলের খেলার জন্য প্রশিক্ষকের কিছু প্রস্তুতি প্রয়োজন, তাই সময়মতো সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত রাখুন।*

ভূমিকা: আমাদের লবণাক্ততা হারানো

১ম পাঠ-এ আমরা মথি ৫:১৩ পড়েছি: 'তোমরা পৃথিবীর লবণ। কিন্তু যদি লবণ তার স্বাদ হারায়, তবে তা কী দিয়ে ফিরিয়ে আনা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না, শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হয় এবং মানুষের দ্বারা পদদলিত হয়।'

আমরা লবণের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে আমাদের জীবন আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য লবণের মতো হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা এই পদের দ্বিতীয় অংশ দেখব—যদি লবণ 'অলবণাক্ত' হয়ে যায় তবে কী হয়।

গুনাহ দূর করা

- গুনাহ কী? *(ভুল করা, খারাপ চিন্তা বা কাজ, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করা)*
- 'গুনাহগার' হওয়ার অর্থ কী? *(আমরা গুনাহ করতে চাই, আমাদের গুনাহের অভ্যাস আছে, আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা গুনাহের দিকে, আমাদের জীবনে গুনাহ আছে)*

গুনাহ আমাদের অলবণাক্ত এবং আমাদের সমাজে অকার্যকর করে তোলে। আমরা একটি সহজ খেলার মাধ্যমে জানব যে আমাদের মধ্যে কাদের গুনাহ কাটিয়ে উঠতে হবে এবং কাদের জীবনে গুনাহ নেই।

বড় দলের কার্যক্রম: দ্য ব্ল্যাক ডট (কালো ফোটার) খেলা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দুটি **ভিজ্যুয়াল এইড** কার্ড দেখান – একটি খালি ডট সহ এবং একটি কালো ডট সহ।*

খালি ডটটি একটি পাক হৃদয়কে উপস্থাপন করে যাতে গুনাহ নেই এবং কালো ডটটি একটি পাপী হৃদয়কে উপস্থাপন করে।

এই কাজের জন্য, আমরা রুমের সামনের অংশ ব্যবহার করব। এই স্থানটি এখন দুটি অঞ্চলে বিভক্ত:

- অঞ্চল ১ – 'পাপী'

- অঞ্চল ২ – 'পাপী নয়'

খেলার নির্দেশনা:

১. আপনারা প্রত্যেকে একটি কার্ড পাবেন যাতে একটি ডট আছে। সেই কার্ড নির্ধারণ করবে আপনি রুমের কোন দিকে যাবেন: কালো ডট = 'পাপী' অঞ্চল, বা খালি ডট = 'পাপী নয়' অঞ্চল।
২. আমি নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ডটটি দেখবেন না। আপনার কার্ডটি লুকিয়ে রাখুন যাতে কেউ আপনার ডট দেখতে না পায়—এমনকি আপনিও না!

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *কালো ডট সহ একটি* ***ভিজ্যুয়াল এইড*** *কার্ড দেখান। প্রদর্শন করুন যে এই কার্ড তাদের 'পাপী' অঞ্চলে পাঠাবে। একটি খালি ডট সহ কার্ড দেখান এবং প্রদর্শন করুন যে এটি তাদের 'পাপী নয়' অঞ্চলে পাঠাবে।*

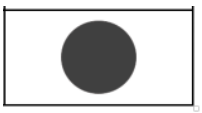

- *প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে একটি করে কার্ড দিন (শুধুমাত্র কালো ডট ব্যবহার করুন)।*
- *তাদের মনে করিয়ে দিন যে তারা যেন তাদের কার্ড না দেখে!*
- *একে একে, প্রত্যেককে সামনে ডাকুন এবং তাদের কার্ড দেখতে ও ক্লাসের সামনে দেখাতে বলুন।*
- *তাদের উপযুক্ত রুমের দিকে যেতে বলুন এবং কার্ডটি ক্লাসের সামনে দেখানোর জন্য সামনে ধরে রাখুন।*
- *সবাই যখন তাদের পালা শেষ করবে, তখন সব অংশগ্রহণকারী 'পাপী' অঞ্চলে থাকবে।*
- *তারপর নিম্নলিখিত অংশটি পড়ুন:*

১ ইউহোন্না ১:৮ অনুসারে, আমরা সকলে গুনাহ করেছি। 'আমরা যদি বলি যে, আমাদের গুনাহ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই।' যেহেতু আমাদের সবারই গুনাহ আছে, আমাদের জানতে হবে কিভাবে সেই গুনাহ দূর করতে হয় যাতে আমরা আবার লবণাক্ত হতে পারি।

ব্যক্তিগত প্রতিফলন ও মোনাজাত

আসুন আমরা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক মুহূর্ত মোনাজাত করি। আল্লাহর ক্ষমার প্রতিশ্রুতির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন এবং তাঁকে আমাদের ইচ্ছুক হৃদয় ও আমাদের গুনাহ কাটিয়ে উঠার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে বলুন।

গুনাহ কাটিয়ে ওঠার ধাপসমূহ

বড় দলের আলোচনা

যেহেতু আমরা সবাই লবণাক্ত নই, আমরা কিভাবে আবার লবণাক্ত হতে পারি? আমরা কি শুধু ফেলে দেওয়া ও পদদলিত হওয়ার মত অযোগ্য? যদিও আমাদের গুনাহ বড় হতে পারে, বাইবেল আমাদের গুনাহ দূর করার নির্দেশনা দেয় এবং নিশ্চয়তা দেয় যে আল্লাহর শক্তি আমাদের সব গুনাহ কাটিয়ে উঠতে পারে। তাঁর শক্তি আমাদের আবার লবণাক্ত করে!

পরবর্তী ২ পাঠে আমরা আমাদের জীবনে গুনাহ কাটিয়ে ওঠার তিনটি সহজ প্রক্রিয়া শিখব:

১. গুনাহ দূর করা
২. আমাদের মনকে নবায়ন করা, এবং
৩. মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিস্থাপন করা

পাপ দূর করা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *পরবর্তী দুটি বিভাগ শেখার সময়, একটি হোয়াইটবোর্ড বা পোস্টারে প্রতিটি নম্বর ও শিরোনাম লিখুন। তারপর নতুন ধারণাটি উপস্থাপনকারী* ***ভিজ্যুয়াল এইড*** *ছবিটি দেখান। তারপর প্রতিটি ব্যাখ্যা করুন। প্রতিটি ব্যাখ্যার পর, আগের পয়েন্টগুলো পুনরাবৃত্তি করুন যাতে লোকেরা সব ধাপ মনে রাখতে শুরু করে।*

আসুন প্রথমে গুনাহ দূর করার ৩টি ধাপ দেখি। (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

১. **গুনাহ চিহ্নিত করুন** (**ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** হাতে কালো ডট)
আল্লাহর কাছে মোনাজাত করুন যেন তিনি আপনার জীবনের এমন একটি নির্দিষ্ট গুনাহ্ আপনাকে দেখান, যা তিনি চান আপনি পরিবর্তনের জন্য কাজ করুন। এটি এমন কিছু হতে পারে যা আপনি করছেন—যেমন পরনিন্দা করা—অথবা এমন কিছু যা আপনি করছেন না—যেমন নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসা, যেমন ঈসা জামাতকে ভালোবেসেছিলেন।

আমরা দাউদকে জবুর শরীফ ১৩৯:২৩–২৪-এ এটি করতে দেখি: হে আল্লাহ, আমাকে অনুসন্ধান কর, আমার অন্তঃকরণ জ্ঞাত হও; আমার পরীক্ষা কর, আমার চিন্তা সকল জ্ঞাত হও; আর দেখ, আমাতে দুষ্টতার পথ পাওয়া যায় কি না, এবং সনাতন পথে আমাকে গমন করাও।

২. **গুনাহ স্বীকার করুন এবং ক্ষমা পান** (**ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** কথার বুদবুদের মধ্যে কালো ডট)
গুনাহ চিহ্নিত হলে, আমরা সেই গুনাহ আল্লাহর কাছে এবং সম্ভবত অন্যদের কাছে স্বীকার করি। ১ ইউহোন্না ১:৯ বলে: যদি আমরা আপন আপন গুনাহ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের গুনাহ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে পাকসাফ করিবেন।'

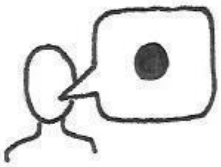

যদি আমরা অন্য কারো বিরুদ্ধে পাপ করেছি, তাদের ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন হতে পারে। যদি আমাদের গুনাহ দ্বারা একটি সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে যায়, সেই সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের তাদের কাছে স্বীকার করা ও ক্ষমা চাওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **অনুতাপ করুন** (**ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** কথার বুদবুদের মধ্যে কালো ডট কেটে দেওয়া)
গুনাহ পুনরাবৃত্তি না করার জন্য অনুতাপ করা প্রয়োজন। অনুতাপের অর্থ গুনাহ থেকে দূরে সরে আল্লাহর ইচ্ছার দিকে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করা।

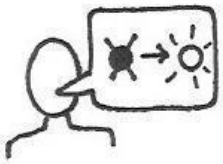

আয়ুব ৩১:১-এ আমরা পড়ি: 'আমি নিজ চক্ষুর সহিত নিয়ম করিয়াছি; অতএব যুবতীর প্রতি কটাক্ষপাত কেন করিব?' এখানে আমরা দেখি যে ইয়োব অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং একটি যুবতীকে কামনার দৃষ্টিতে না দেখার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। আয়ুব ছিলেন এমন একজন যাকে আল্লাহ 'নির্দোষ ও সৎ' বলেছিলেন (আয়ুব ১:৮), এবং তবুও আয়ুব এই বিশেষ গুনাহ সম্পর্কে একটি প্রতিজ্ঞা করা সহায়ক মনে করেছিলেন। আমরা উৎসাহিত হতে পারি যে আল্লাহ তাদের সম্মান করেন যারা তাদের গুনাহ কাটিয়ে উঠতে চায়! আল্লাহর প্রশংসা করুন যে তিনিই আমাদের নির্দোষ ও সৎ করেন!

মনকে নবায়ন করা

বড় দলের আলোচনা
এখন আসুন মনকে নবায়ন করার তিনটি ধাপ দেখি।

৪. **প্রতিদিন প্রার্থনা করুন** (**ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** প্রার্থনারত হাত)
আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজস্ব প্রচেষ্টায় গুনাহ কাটিয়ে উঠতে পারি না। এমনকি প্রেরিত পৌলও রোমীয় ৭:১৯–২০-এ বলেছেন: 'কেননা আমি যাহা ইচ্ছা করি, সেই উত্তম ক্রিয়া করি না; কিন্তু মন্দ, যাহা ইচ্ছা করি না, কাজে তাহাই করি। পরন্তু যাহা আমি ইচ্ছা করি না, তাহা যদি করি, তবে তাহা আর আমি সমপন্ন করি না, কিন্তু আমাতে বাসকারী পাপ তাহা করে।'

আমাদের হৃদয় থেকে গুনাহ দূর করতে আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। যেহেতু আমরা জানি যে প্রতিদিন আমরা প্রলোভনের সম্মুখীন হব, আমাদের প্রতিদিন আল্লাহর সাহায্যের জন্য মোনাজাত করে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। এটি আমাদের আল্লাহর উপর নির্ভরতা এবং তাঁর প্রতি আমাদের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের ঈসার সতর্কতা অনুসরণ করা প্রয়োজন যা তিনি তাঁর সাহাবী মথিকে দিয়েছিলেন: 'জাগিয়া থাক, ও মোনাজাত কর, যেন পরীক্ষায় না পড়;' (মথি ২৬:৪১)

নিয়মিত মোনাজাত আমাদের সেই সত্তার সাথে সংযুক্ত করে যিনি আমাদের গুনাহ কাটিয়ে উঠতে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইতিমধ্যেই গুনাহ মৃত্যুকে জয় করেছেন, তাই আমরা আমাদের জীবনের গুনাহ কাটিয়ে উঠতে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে পারি!

৫. **আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করা (ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** খালি ডটে চিন্তার বুদবুদ)

প্রতিটি গুনাহ দুইবার সংঘটিত হয়—একবার মনে এবং দ্বিতীয়বার আমাদের আচরণে। তাই একটি পাপপূর্ণ চিন্তা যেন পাপপূর্ণ কাজে পরিণত না হয়, সে জন্য প্রথমে আমাদের চিন্তাগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

নিম্নলিখিত পদগুলো পড়ুন:

রোমীয় ১২:২: 'আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, আল্লাহর ইচ্ছা কি; যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।'

২ করিন্থীয় ১০:৫খ: '...এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া মসীহের আজ্ঞাবহ করিতেছি।'

ফিলিপীয় ৪:৮: 'অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।'

আমরা কিভাবে 'প্রতিটি চিন্তাকে বন্দী' করব? যখন আমরা একটি পাপপূর্ণ চিন্তা চিনতে পারি (উদাহরণস্বরূপ, অসন্তোষ প্রকাশ করা, 'আমি এত কঠোর পরিশ্রম করি এবং আমার পরিবার আমার জন্য যা করি তার কদর করে না।'), আমরা অবিলম্বে মসীহের কাছে এটি স্বীকার করতে পারি এবং একটি নতুন চিন্তা বেছে নিতে পারি (উদাহরণস্বরূপ, 'আমি আল্লাহর জন্য এবং তাঁর গৌরবের জন্য কাজ করা বেছে নিই। আমি আমার পরিবার থেকে ধন্যবাদ আশা করব না, কিন্তু আমার কাজ ও মনোভাব দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করব।') এই সব কিছু একটি মুহূর্তে ঘটতে পারে, যেমন আপনি আপনার দিন চালিয়ে যান। পাপপূর্ণ চিন্তাগুলো যখনই উঠে আসে তখনই এটি পুনরাবৃত্তি করুন—আল্লাহ কখনই আমাদের ক্ষমা করতে ও সাহায্য করতে ক্লান্ত হন না।

৬. **কালাম মুখস্থ করুন (ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** চিন্তার বুদবুদের মধ্যে খোলা বই)

কালাম মুখস্থ করা আমাদের চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং আমাদের মনে সর্বদা সত্য রাখে। যখনই আমরা ভুল চিন্তা করতে শুরু করি, আমরা তখন মুখস্থ করা কালামের আয়াতগুলো আবৃত্তি করতে পারি যাতে আমাদের মন সত্য দিয়ে পূর্ণ হয়। এইভাবে, আমরা 'আমাদের মনকে নবায়ন করি' খারাপটি দূর করে এবং ভালো দিয়ে প্রতিস্থাপন করে।

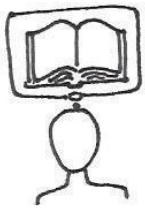

যখন ঈসা মরুভূমিতে গেলেন এবং ইবলিশ তাঁকে প্রলোভিত করতে আসল, ঈসা গুনাহের প্রলোভনকে পরাজিত করতে কালাম উদ্ধৃত করলেন। জবুর শরীফ ১১৯:১১ বলে, 'তোমার বচন আমি হৃদয়মধ্যে সঞ্চয় করিয়াছি, যেন তোমার বিরুদ্ধে গুলাম না করি।'

কিতাব স্পষ্ট করে যে কালাম মুখস্থ করা আমাদের গুনাহ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। আমরা সর্বদা একটি উপযুক্ত কালামের অংশ খুঁজে পেতে পারি যা আমরা যে গুনাহ কাটিয়ে উঠতে চাইছি তার সাথে সম্পর্কিত। যদি আপনি না জানেন

কোথায় শাস্ত্র পাবেন, একজন ইমাম বা অন্য বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করুন যিনি আপনাকে নির্দেশনা দিতে পারেন। কালাম মুখস্থ করুন, এবং এটি আপনাকে প্রলোভন আসলে তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

বড় দলের কার্যক্রম:

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *একটি ছবি তুলে ধরুন এবং অংশগ্রহণকারীদের জোরে বলতে বলুন এটি কোন ধাপ উপস্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, হাতে কালো ডট সহ ছবিটি তুলে ধরুন এবং অংশগ্রহণকারীরা চিৎকার করে বলবে, 'গুনাহ চিহ্নিত করুন!' আপনি যদি এটি আরও প্রতিযোগিতামূলক করতে চান তবে স্কোর রাখতে পারেন: যে প্রথম ব্যক্তি ছবিটি যে ধাপ উপস্থাপন করে তা চিৎকার করে বলবে সে একটি পয়েন্ট জিতবে!*

উপসংহার

আমাদের সবার হৃদয়ে গুনাহ আছে। আমাদের মধ্যে কেউই নির্দোষ ও পাক নয়। আমাদের পাপের অশুচিতা লবণের অশুচিতার মতো: গুনাহ আমাদের লবণাক্ততা কেড়ে নেয়। আল্লাহ আমাদের পাপ কর্ম ক্ষমা করতে এবং আমাদের জীবন থেকে পাপ দূর করতে সাহায্য করতে চান। আমাদের জীবন থেকে গুনাহ দূর করা আমাদের আবার লবণাক্ত করে এবং আমাদের সমাজে ভালোবাসার কাজ করতে আরও কার্যকর হতে দেয়।

আমাদের জীবন থেকে গুনাহ কাটিয়ে উঠতে অনুশীলন ও পরিশ্রম লাগে। আমরা আজ দেখেছি যে গুনাহ কাটিয়ে উঠা প্রথমে গুনাহ দূর করে এবং তারপর আমাদের মনকে নবায়ন করে ঘটে। এগুলো সময় নেয় এমন ধরণের প্রক্রিয়া, কিন্তু উৎসাহিত হোন। ঈসা ইতিমধ্যেই গুনাহ ও মৃত্যুকে জয় করেছেন! তাঁর শক্তি আমাদের জীবনের পাপও কাটিয়ে উঠতে পারে।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *পাঠ শেষ করার সময়, কাউকে মোনাজাত করতে বলুন যেন আল্লাহ এই দলকে সেই গুনাহগুলো দূর করতে সাহায্য করবেন যা তিনি তাদের দেখান যে তিনি তাদের কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে চান। বিশেষভাবে মোনাজাত করুন যেন তাঁর কালাম ও জীবন আমাদের সকলের মনকে নবায়ন করে যাতে তা তাঁর সত্য ও ভালোবাসায় পূর্ণ হয়।*

পাঠ ৫: মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিস্থাপন করা

মূল ধারণা:

- আমাদের জীবনে গুনাহ কাটিয়ে উঠতে খারাপ অভ্যাসগুলোকে ভালো অভ্যাস দিয়ে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।
- আমাদের সমাজে লবণ ও আলোর মতো হতে হলে গুনাহ কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

উপকরণ:

- ভিজ্যুয়াল এইড: গুনাহ কাটিয়ে ওঠার ধাপ ৬–৯-এর জন্য ছবি (মোট ৩টি)
- ভিজ্যুয়াল এইড: গুনাহ কাটিয়ে ওঠার চার্ট (খালি) – প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর জন্য একটি করে প্রিন্ট করুন
- ঐচ্ছিক স্টুডেন্ট গাইড (শিক্ষার্থী সহায়িকা)
    - গুনাহ কাটিয়ে ওঠার চার্ট – অভিযোগের উদাহরণ এবং খালি চার্ট

ভূমিকা

গত পাঠে, আমরা একটি খেলা খেলেছিলাম যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের সবার হৃদয়েই গুনাহ রয়েছে। আমরা দেখেছি যে আমাদের গুনাহ দূর করে এবং মনকে নবায়ন করতে গুনাহ কাটিয়ে উঠতে হবে। এখন আমরা দেখব কিভাবে আমাদের পাপী পথের খারাপ অভ্যাসগুলো প্রতিস্থাপন করতে হয়।

বড় দলের কার্যক্রম:

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *এই গল্পটি সহজে জোরে পড়ে শোনানো যেতে পারে, অথবা অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা নীরব অভিনয়ের মাধ্যমে নাটিকা করা যেতে পারে যখন আপনি গল্পটি পড়েন।*

এই গল্পটি শুনুন...

একবার একজন লোক বাড়ি বানাচ্ছিল। যখনই সে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করত, তখন সে তা দিয়ে বাড়িটি একটু একটু করে বানাত। বাড়িটি শেষ হলে, সে তার পরিবারকে সেখানে থাকার জন্য নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। ওহ, সে সেই দিনের জন্য কতই না উৎসুক ছিল! শুধু একটি সমস্যা ছিল: যেহেতু সে কিছু দূরে থাকত, সে প্রতিদিন নতুন বাড়িটি তদারকি করার কাছে থাকত না। এটি লোকটির জন্য বেশ সমস্যা তৈরি করেছিল।

প্রথমে, যখন দেয়ালগুলো তখনও শেষ হয়নি, সে মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে দেখত যে প্রতিবেশীর ছাগল ও মুরগিগুলো বাড়ির বাইরে এবং ভিতরে ঘাস খেয়েছে। এটি বড় সমস্যা ছিল না, কিন্তু এটি অগোছালো করে দিয়েছিল। লোকটি দেয়ালগুলো শেষ করে এবং প্রবেশপথ বন্ধ করে দিল যাতে প্রাণীগুলো আর ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

কয়েক সপ্তাহ পরে, সে বাড়িতে কাজ করতে এসে দেখল যে একটি ইঁদুরের পরিবার কোণায় বাসা বেঁধেছে। সে বাড়ি থেকে ইঁদুরগুলো তাড়িয়ে দিল এবং বাড়ির ছাদ শেষ করল, আশা করে যে এটি ইঁদুরগুলোকে প্রবেশ করতে বাধা দেবে।

পরের বার, সে বাড়িতে এসে দেখল যে নতুন ছাদের কার্নিশে বাদুড়ের একটি কলোনি বাসা বেঁধেছে! সে বাড়ি থেকে বাদুড়গুলো তাড়িয়ে দিল এবং কার্নিশগুলো জাল দিয়ে ঢেকে দিল।

আবার, সে বাড়িতে এসে দেখল যে অন্য একজন প্রতিবেশী বাড়িটি ব্যবহার করে গ্রামের পুরুষদের জন্য স্থানীয় ঘরে তৈরি মদ বিক্রির ছোট ব্যবসা স্থাপন করেছে। তার সম্পত্তি তার অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করা হচ্ছে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে সে মহিলাকে তার ব্যবসা সরিয়ে নিতে বলল। সে দরজায় একটি তালা লাগিয়ে চলে গেল।

কয়েক মাস কেটে গেল। আরেকবার, লোকটি বাড়িতে এসে দেখল যে তালাটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং দরজাটি তার কব্জায় ঝুলছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তি বাড়িটিকে তার বিশ্রামের স্থান বানিয়েছে। একজন হিংস্র ও মাতাল ব্যক্তি, সে বাড়িটির ভিতরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং মালিককে মারধর করার হুমকি দিয়েছে। মালিককে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জড়িত করতে হয়েছিল অপরিচিত ব্যক্তিকে সরানোর জন্য।

অবশেষে, লোকটি বুঝতে পারল যে, যতক্ষণ তার বাড়িটি খালি থাকবে, ততক্ষণ কিছু না কিছু তা পূর্ণ করবে। যদি সে নিজে বেছে না নেয় কী দিয়ে বাড়িটি পূর্ণ হবে, তাহলে নিঃসন্দেহে এটি অবাঞ্ছিত পোকামাকড় ও খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আসা লোকদের দ্বারা পূর্ণ হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল যে তাকে অবশ্যই নিজের ভাড়াটে বেছে নিতে হবে: একটি শান্ত দম্পতি যারা ছোট বাড়িটির দেখাশোনা করবে এবং তার পরিবার আসা পর্যন্ত এটি ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

কয়েক মাস কেটে গেল এবং লোকটি বাড়িটির চূড়ান্ত প্রস্তুতির জন্য ফিরে এল। সে খুশি হয়ে দেখল যে দম্পতি বাড়িটিকে চমৎকার অবস্থায় রেখেছে! দরজাটি নিরাপদে তার কব্জায় আছে, জানালাগুলোতে ধুলো আটকানোর জন্য সাধারণ কাপড় ঝুলানো হয়েছে, তারা ভিতরকে পোকামাকড়মুক্ত রেখেছে, এবং এমনকি আঙিনাও ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়েছে!

- বাড়িটি খালি থাকাতে কী হয়েছিল?
- অবাঞ্ছিত পোকামাকড় ও লোকদের দূরে রাখতে মালিক কী করেছিল?
- আমরা এই গল্প থেকে কী শিখলাম?

এই গল্পের লোকটি ক্রমাগত পোকামাকড় দূর করেছিল এবং তাদের পরিষ্কার করে ও ফিরে আসা রোধ করে তার বাড়িকে নবায়ন করেছিল, কিন্তু প্রতিবার সে ফিরে এসে আরেকটি পোকামাকড় পেয়েছিল! তার পোকামাকড় কাটিয়ে ওঠার চূড়ান্ত ধাপটি সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল, যা ছিল বাড়িটিকে বুদ্ধিমত্তার সাথে পূর্ণ করা এবং পোকামাকড়দের ভালো ভাড়াটেদের সাথে প্রতিস্থাপন করা।

আমাদের হৃদয় ও মন এই লোকের বাড়ির মতো। প্রায়শই আমরা পাপের একটি ক্ষেত্র কাটিয়ে উঠি শুধু আরেকটি প্রলোভন আমাদের আঁকড়ে ধরেছে তা খুঁজে পেতে। গল্পের লোকটির মতো, আমাদেরও খারাপ অভ্যাসগুলোকে ভালো অভ্যাস দিয়ে প্রতিস্থাপন করে আমাদের জীবনে গুনাহ কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের হৃদয় ও মনকে আল্লাহর সত্য ও ভালোবাসায় পূর্ণ করা হল পাপের আমাদের হৃদয়ে আবার বাসা বাঁধার বিরুদ্ধে সেরা প্রতিরক্ষা।

আসুন গুনাহ কাটিয়ে ওঠার শেষ ৩টি ধাপ সম্পর্কে শিখি।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *এই মুহূর্তে আগের পাঠে শেখা ৬টি ধাপ দ্রুত পুনরাবৃত্তি করুন। প্রথম ৬টি ধাপ যেভাবে শিখিয়েছিলেন সেভাবে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলো শেখান: পোস্টারে ধাপগুলো লিখুন এবং পরবর্তী পয়েন্টে যাওয়ার আগে প্রতিটি ছবি পরিচয় করিয়ে দিন।*

মন্দকে ভালো দিয়ে প্রতিস্থাপন করা

বড় দলের আলোচনা

৭. **প্রলোভন থেকে পালান** (**ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** কালো ডট থেকে দূরে ছুটে যাওয়া ব্যক্তি)
গুনাহ কাটিয়ে ওঠা একটি যুদ্ধের মতো। যুদ্ধে, আপনাকে আপনার শত্রুকে চিনতে হবে। পাপ কাটিয়ে ওঠাও একই রকম। আমাদের নিজেদের এবং আমাদের দুর্বলতাগুলো জানা প্রয়োজন। ইয়াকুব ৪:৭ বলে, *'অতএব তোমরা আল্লাহর বশীভূত হও, কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ কর, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।'*

প্রলোভন এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার মদ্যপানের সমস্যা থাকে, তাহলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে বারে যাবেন না। যদি আপনার সমস্যা হিংসা হয়, তাহলে এমন জিনিস এড়িয়ে চলুন যা আপনাকে হিংসুক করে তোলে যতক্ষণ না আপনি

আল্লাহর দেওয়া সব নিয়ে সন্তুষ্ট হতে শিখেন। ১ করিন্থীয় ১০:১৩-এর এই কথাগুলো দ্বারা উৎসাহিত হোন: *'মনুষ্য যাহা সহ্য করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি ঘটে নাই; আর আল্লাহ বিশ্বাস্য; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটিতে দিবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করিয়া দিবেন, যেন তোমরা সহ্য করিতে পার।'*

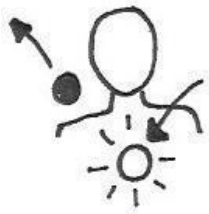

৮. **নতুন অভ্যাস গড়ে তুলুন (ভিজ্যুয়াল এইড ছবি:** কালো ডটযুক্ত ব্যক্তিকে স্বচ্ছ ডট দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে) আমাদের পুরানো পাপীপূর্ণ অভ্যাসগুলোর জায়গায়, আমাদের নতুন অভ্যাস গড়ে তুলতে শুরু করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমি অনুতপ্ত হই যে আমি রাগ করে ফেলি যখন বাড়ি ফিরে দেখি আমার স্ত্রী খাবার রান্না করেননি, আমি একটি অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি যে কিভাবে কাজটি শেষ করতে আমরা সাহায্য করতে পারি তা জিজ্ঞাসা করা এবং তাকে সাহায্য করার উপায় খোঁজা। যদি আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় বারে বন্ধুদের সাথে দেখা করা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিই, আমি সেই সময়টি আমার সন্তানদের সাথে কাটানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। যদি আমার অভিযোগ করা বা অসন্তুষ্ট হওয়ার সমস্যা থাকে, আমি প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনটি জিনিসের নাম বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি যেগুলোর জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

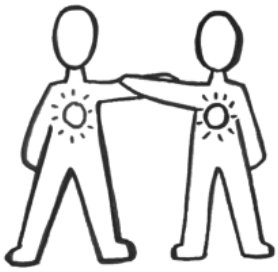

৯. **দায়বদ্ধতা (ভিজ্যুয়াল এইড** ছবি: দুজন ব্যক্তি একে অপরকে সমর্থন করছে যাদের বুকে স্বচ্ছ ডট) গুনাহ কাটিয়ে উঠতে সাফল্যের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ!
যখন আমরা সঠিক পছন্দ করি এবং গুনাহ এড়াতে ভালো অভ্যাস গড়ে তুলি, তখন পরবর্তী বার গুনাহ কাটিয়ে উঠা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিবার যখন আমরা সঠিক পছন্দ করি, এটি একটু সহজ হয়ে যায়। সঠিক পছন্দ করার অভ্যাস গড়ে তোলা সহজ যদি আপনি এটি এমন কারো সাথে করেন যিনি আপনাকে সাহায্য ও উৎসাহ দেবেন। এমন কাউকে খুঁজে নিন যিনি আপনাকে আপনার কাঙ্ক্ষিত ভালো অভ্যাসের জন্য দায়বদ্ধ রাখবেন এবং যখন আপনি সেই ক্ষেত্রে ভালো পছন্দ করবেন তখন আপনাকে উৎসাহিত ও সমর্থন করবেন।

যেহেতু গুনাহ কাটিয়ে ওঠা কঠিন, আমাদের এক বা দুই বন্ধুর প্রয়োজন যারা এই সংগ্রামে আমাদের সাহায্য করতে পারে। এই বন্ধুরা এমন বিশ্বাসী হওয়া উচিত যারা পবিত্রতার প্রশিক্ষণে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভাগ করে নেয়। তাদেরও তাদের জীবনে গুনাহ কাটিয়ে উঠতে কাজ করা উচিত এবং আপনার সাথে তাদের নিজস্ব সংগ্রামগুলো আলোচনা করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত প্রতিফলন

হেদায়েতকারী ৪:৯–১০ পড়ুন।

> 'একজন অপেক্ষা দুই জন ভাল, কেননা তাহাদের পরিশ্রমে সুফল হয়। কারণ তাহারা পড়িলে একজন আপন সঙ্গীকে উঠাইতে পারে; কিন্তু ধিক্ তাহাকে, যে একাকী, কেননা সে পড়িলে তাহাকে তুলিতে পারে, এমন দোসর কেহই নাই।'

- মোনাজাত করুন এবং আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন যেন তিনি আপনাকে নিয়মিত মোনাজাত ও উৎসাহের জন্য কার সাথে দেখা করতে পারেনেএবং উভয়েই গুনাহ ও প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে কাজ করছেন এমন কাউকে খুঁজে পেতে সাহায্য করেন।

দলীয় কাজ (ঐচ্ছিক): *যদি আপনার দলটি শিক্ষিত হয় এবং কালাম খুঁজে দেখার সাথে পরিচিত হয়, তাহলে ছোট দল গঠন করতে পারেন নিম্নলিখিত আয়াতগুলো দেখার জন্য যা এই প্রশ্নের উত্তর দেয়: 'গুনাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা একে অপরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'*

- কলসীয় ৩:১৬ – *শিক্ষা দেয়া ও সতর্ক করা*
- ইবরানী ৩:১৩ – *উৎসাহিত করা*
- ইয়াকুব ৫:১৬ – *স্বীকার করা ও মোনাজাত করা*

- গালাতীয় ৬:২ – *একে অপরের বোঝা বহন করা*
- ইফিষীয় ৪:২৯ – *তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একে অপরকে গড়ে তোলা*

পাপ কাটিয়ে ওঠার অনুশীলন করা

ছোট দলের কাজ: (শিক্ষার্থী সহায়িকা)
শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *প্রত্যেককে গুনাহ কাটিয়ে ওঠার চার্ট* ***ভিজ্যুয়াল এইড*** *বিতরণ করুন। পুরো দলকে প্রদর্শন করুন কিভাবে ৯টি ধাপ একটি নির্দিষ্ট গুনাহ কাটিয়ে উঠতে প্রয়োগ করা যেতে পারে (অভিযোগ করা এই পাঠের শেষে দেওয়া নমুনা টেবিলে একটি উদাহরণ)।*

- এই এলাকায় ৪-৫টি সবচেয়ে সাধারণ গুনাহ কী কী?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দল থেকে সাধারণ ৪-৫টি পাপ চিহ্নিত করবে, তখন দলে ভাগ হয়ে প্রতিটি দলকে এই গুনাহগুলোর মধ্যে একটি নিয়ে আলোচনা করতে দিন। দলগুলোকে সেই নির্দিষ্ট পাপের জন্য প্রতিটি ধাপ নিয়ে কথা বলতে বলুন। একটি ছোট দলকে তাদের দেওয়া পাপের জন্য প্রতিটি ধাপ কিভাবে সম্পন্ন করেছিল তা উপস্থাপন করতে বলুন।*

- ***ভিজ্যুয়াল এইড*** ব্যবহার করুন: *গুনাহ কাটিয়ে ওঠার* চার্ট ব্যবহার করে চিন্তা করুন কিভাবে আপনি এই ৯টি ধাপ প্রয়োগ করতে পারেন উল্লিখিত সাধারণ গুনাহগুলোর একটি কাটিয়ে উঠতে।

প্রতিবেদন

উপসংহার

ব্যক্তিগত প্রতিফলন
মোনাজাত করুন এবং আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন তিনি আপনাকে কোন গুনাহ থেকে বের করে আনতে চান। কিছুক্ষণ নীরবে থাকুন যাতে তিনি আপনার মনে কিছু স্মরণ করতে পারেন। তারপর তাকে সাহায্য করতে বলুন এটি কাটিয়ে উঠতে এই ধাপগুলো অনুসরণ করতে।

গুনাহ কাটিয়ে ওঠা (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

নমুনা টেবিল – অভিযোগ করা

ধাপ	ছবি	গুনাহ
গুনাহ কাটিয়ে ওঠা		
১. গুনাহ চিহ্নিত করুন		অভিযোগ করা
২. স্বীকার করুন ও ক্ষমা পান	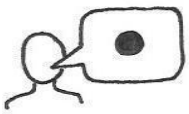	আমি স্বীকার করছি যে আমি এত কঠোর পরিশ্রম করতে হয় বলে অভিযোগ করি। দয়া করে আমার অভিযোগ করার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।
৩. অনুতাপ করুন		আমি এমন হৃদয় চাই না যা অভিযোগ করে। অভিযোগ করার বদলে, আমি ইতিবাচক কথা বলতে এবং আমার যা আছে তার জন্য কৃতজ্ঞ হতে চাই।

মনকে নবায়ন করুন		
৪. প্রতিদিন মোনাজাত করুন		আজ আমাকে অভিযোগ না করতে সাহায্য প্রয়োজন। দয়া করে আমাকে কৃতজ্ঞ হতে এবং আনন্দের সাথে কাজ করতে সাহায্য করুন।
৫. চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করুন		যখন আমি অভিযোগ করি, তখন আমি শুধু নিজের কথা ভাবি। বরং, আমি ভাবতে চাই কিভাবে আমার সামনের কাজটি আল্লাহর গৌরবের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি নিজের বদলে তাঁর কথা ভাবতে চাই।
৬. কালাম মুখস্থ করুন	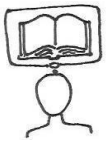	ফিলিপীয় ২:১৪ 'আর প্রভুতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আমি নিজেও ত্বরায় উপস্থিত হইব।'
খারাপকে ভালো দিয়ে প্রতিস্থাপন করুন		
৭. প্রলোভন থেকে পালান	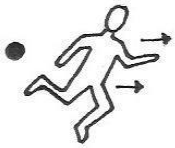	আমি সবসময় _____ এর সাথে থাকলে অভিযোগ করি। আমাকে হয় তার সাথে সময় কাটানো বন্ধ করতে হবে অথবা তাকে বলতে হবে যে আমি আর অভিযোগ করতে চাই না।
৮. নতুন অভ্যাস গড়ে তুলুন	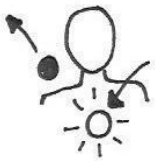	যখন আমি অভিযোগ করতে প্রলুব্ধ হই, আমি ৩টি জিনিসের কথা ভাবব যার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেব যে তিনি এই পরিস্থিতিকে তাঁর গৌরব আনতে ব্যবহার করতে পারেন।
৯. দায়বদ্ধতা		আমি ___ কে আমার অভিযোগ কাটিয়ে উঠার ইচ্ছার কথা বলব। আমি তাকে আমাকে দায়বদ্ধ রাখতে বলব, এবং যখন সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি আমার পাপগুলো লুকানোর বা নিজেকে ভালো দেখানোর চেষ্টা করব না। আমি _____ কেও তার পাপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে চেষ্টা করব যদি সে আমাকে তাকে দায়বদ্ধ রাখতে দেয়।

অনুশীলনী ৬: লবণ ও আলোর মতো জামাত হয়ে ওঠা

মূল বিষয়:

১. আমাদের জামাতগুলোকে সমাজের জন্য লবণ ও আলো হতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।
২. আল্লাহর শক্তিতে একটি লবণ ও আলোর মতো জামাত তাদের সমাজকে রূপান্তর করতে পারে।

উপকরণ:

- পোস্টার পেপার বা হোয়াইট বোর্ড এবং মার্কার।

ভূমিকা

কল্পনা করুন কেউ জঙ্গলে (বা বনে বা গহীন অরণ্যে) কাঠ কাটতে গিয়েছে। অন্ধকারে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং গ্রামে ফেরার পথ খুঁজছে। দূরে সে আগুনের আলো দেখতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়, কিন্তু আশায় বুক বেঁধে হাঁটার পরও আর আলো দেখতে পায় না। সে গোলাকারে ঘুরতে থাকে, বাড়ি থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি হারিয়ে যায়।

- কী সেই লোকটিকে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করতে পারত?
    - *যদি সে আগুনের আলো অবিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পেত, তাহলে সে জানত কোথায় যেতে হবে। তার জীবন বেঁচে যেত।*
- যখন ঈসা তাঁর জামাতকে 'জগতের আলো' বলেছেন—আপনি কি মনে করেন তিনি চেয়েছিলেন আমরা একবার, মাঝে মাঝে, না সব সময় আলো ছড়াবো?

একটি লবণ ও আলোর মতো জামাত হিসেবে, আমাদের ভালো কাজগুলো আল্লাহর প্রেমের আলো ছড়ায়। আমাদের এই আলোকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে!

আমরা কেন অন্যদের সেবায় এগিয়ে যাবো?

পরের ৩টি পাঠে আমরা দেখব কিভাবে আমরা একটি লবণ ও আলোর মতো মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারি আমাদের সমাজের জন্য।

ছোট দলের আলোচনা:
ছোট দলে বসে চিন্তা করুন ঈসায়ী ও জামাতের কেন দরিদ্রদের সেবায় জড়িত হওয়া উচিত—এর যতগুলো কারণ সম্ভব মনে আসে। মডিউল ১ থেকে এখন পর্যন্ত আপনি যে সব পাঠ শিখেছেন সেগুলো মনে করার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে কিছু নির্দিষ্ট কিতাবের আয়াতও মনে রাখার চেষ্টা করুন।

প্রতিবেদন

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দলগুলো তাদের নোট আলোচনা করার পর, নিচের পয়েন্টগুলো থেকে যা বলা হয়নি তা যোগ করুন।*

- *আল্লাহ ঈসাকে পাঠিয়েছেন সেই ৩টি সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে যা আদমের গুনাহে ভেঙে গিয়েছিল—আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক, একে অপরের সাথে সম্পর্ক, এবং সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক। আমরা সেই পুনর্মিলনের সেবায় আহ্বান পেয়েছি—এই ৩টি সম্পর্কে সুস্থতা আনার জন্য।*
- *মানুষ আল্লাহর কাছে গুরুত্বপূর্ণ—এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তিনি তাঁর পুত্রকে তাদের জন্য মরতে পাঠিয়েছেন। যদি আল্লাহ মানুষকে এতটা গুরুত্ব দেন যে তাদের জন্য মরবেন, তাহলে আমাদেরও মানুষের যত্ন নেওয়া উচিত।*
- *ইশাইয়া ৫৮-এ আল্লাহ বলেছেন যে তিনি জামাতের মোনাজাতের উত্তর দিচ্ছেন না কারণ তারা বিধবা ও এতিমদের যত্ন নেয়নি।*

- *যখন ঈসা বা পৌল পুরাতন নিয়মের সারসংক্ষেপ দিয়েছেন, তখন তারা ৩ বার বলেছেন যে আমাদের আল্লাহকে ও প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে হবে। শুধু প্রতিবেশীকে ভালোবাসার শিক্ষা ৩ বার দেওয়া হয়েছে। যদিও আল্লাহকে ভালোবাসা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তবুও ৩ বার শুধু প্রতিবেশীকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে—কারণ এভাবেই আমরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা দেখাই।*
- *দয়ালু শমরীয়ের দৃষ্টান্তে, দয়ালু শমরীয় যে লোকটিকে অত্যাচারিত অবস্থায় পেয়েছিল তার দেখাশোনা করেছিল এবং তার প্রয়োজন মিটিয়েছিল; সে তার কাছে কোন উপদেশ দেয়নি।*
- *মেষ ও ছাগলের শিক্ষায় ঈসা বলেছেন যে আমাদের ক্ষুধার্তকে খাবার, পিপাসার্তকে পানি, অসুস্থ বা কারাবন্দীকে দেখতে যাওয়া এবং নগ্নকে বস্ত্র দেওয়া উচিত। যখন আমরা অন্য মানুষের জন্য এটি করি, তখন তা যেন ঈসার জন্যই করছি।*
- *আমরা আল্লাহর রাজ্য গড়তে ডাক পেয়েছি। এর অর্থ আমরা চাই আরও বেশি মানুষ ঈসায়ী হোক এবং ঈসায়ীরা তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য বাড়াতে থাকুক।*
- *আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যদি আমরা তাঁকে মান্য করি, তিনি আমাদের রহমত করবেন। তিনি আমাদের জীবন উন্নত করার জন্য নির্দেশিকা দিয়েছেন। আমাদের উচিত তাঁর প্রতি বাধ্য থাকা।*

চিন্তা করার জন্য সময় নিন:

- আপনি কি বিশ্বাস করেন যে দরিদ্রদের যত্ন নেওয়া ও সমাজকে ভালোবাসা দেখানো জামাতের দায়িত্ব ও কর্তব্য?

এটা বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ যে দরিদ্রদের যত্ন নেওয়া ও সমাজকে রূপান্তর করা ঐচ্ছিক নয়। এটি ঈসায়ী হওয়ার অর্থের অংশ এবং আল্লাহর প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখানোর একটি উপায়।

আল্লাহ আমাদেরকে সারা জীবন বিশ্বস্ত হতে আহ্বান করেছেন

থিষলনীকীয় জামাত (ম্যাসিডোনিয়ার একটি শহর) সেই অঞ্চলের অন্যান্য জামাতের জন্য উদাহরণ হয়ে উঠেছিল।
১ থিষলনীকীয় ৩:১১-১৩; ৪:১, ৯-১০ পড়ুন।

- পৌল বিশ্বাসীদের কী জন্য প্রশংসা করছেন? *(ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের জন্য)*
- তিনি তাদের জন্য কী মোনাজাত করেন এবং তাদের কী করতে উৎসাহ দেন? *(প্রেম বাড়াতে, আরও বেশি)*

২ করিন্থীয় ৮:১-৫ পড়ুন।

- পৌল কেন বলেছেন যে থিষলনীকীয়রা দান করতে এত আগ্রহী ছিল? *(তারা আল্লাহ ও অন্যদের জন্য দান করছিল)*

দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৩২-৩৩ পড়ুন।

- *আপনি কেন মনে করেন লেখক আনুগত্য বোঝাতে "চলা" (walk) শব্দটি ব্যবহার করেছেন? তিনি কী বোঝাতে চাইছেন? (থেমে যেও না, অবিরত অনুসরণ করে যাও)*
- যদি আমরা প্রতিবেশীকে ভালোবাসার আল্লাহর আদেশ শুধু সুবিধাজনক সময়ে মান্য করি, তাহলে কি আমরা আনুগত্যে চলছি? *(না)*

একটি গ্রামের রূপান্তর

বড় দলের আলোচনা

যেমনটি আমরা দেখেছি, আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসার জন্য ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই জামাতের গল্প শুনুন যারা টিসিটি পাঠগুলো প্রয়োগ করেছিল যা আপনি শিখছেন। তারা কী করেছিল এবং তার প্রভাব কী ছিল তা চিন্তা করুন।

সত্য ঘটনা – একটি গ্রামের রূপান্তর

একটি দুর্গম অঞ্চলে একটি গ্রাম আছে। এটি পাহাড়ের গভীরে অবস্থিত এবং খুবই সাধারণ। গ্রামের লোকেরা আগে চালের মদ বানাত এবং তামাক চাষ ও ধূমপান করত। তারা খুব কম কাজ করত, কিন্তু প্রায়ই মদে মাতাল থাকত। গ্রামে স্বাস্থ্যবিধি খুব খারাপ ছিল; তারা মাসে একবার গোসল করত, হাত খুব কম ধুত, এবং তাদের শৌচাগার ছিল না। তাদের কাপড় ছেঁড়া ছিল, শিশুরা খুব কমই কাপড় পরত।

অর্থনৈতিকভাবে গ্রামটি দুর্দশাগ্রস্ত ছিল। মূল রাস্তা থেকে তাদের গ্রাম পর্যন্ত কোন প্রকৃত রাস্তা ছিল না—শুধু একটি পায়ে হাঁটার পথ। এর কারণে তারা তাদের ফসলের যতটুকু নিজেরা বহন করে বাজারে নিয়ে যেতে পারত শুধু ততটুকুই বিক্রি করতে পারত। যেহেতু তারা বেশি বিক্রি করতে পারত না, তাই তারা তাদের জমিতে বেশি ফসল ফলানোর চেষ্টাও করত না।

এই গ্রামের লোকেরা ঈসায়ী ছিল, কিন্তু তারা আল্লাহ সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না। তাদের কোন জামাত নেতা ছিল না, এবং কোন ইমাম সেই এলাকায় যেত না কারণ রাস্তাগুলো অগম্য ছিল। সেখানে যেতে হলে আপনাকে মূল রাস্তায় মোটরবাইক রেখে ৩ ঘণ্টা হাঁটতে হত, এবং ফিরে এসে দেখতে হত মোটরবাইক চুরি হয়ে গেছে কিনা! তাদের কোন মিলনস্থল ছিল না, এবং তারা আত্মিকভাবে একদমই বৃদ্ধি পাচ্ছিলনা না।

জামাতটি টিসিটি প্রোগ্রামের কথা জানতে পেরে তাদের এলাকার নেতাকে অনুরোধ করেছিল তাদেরকে প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করতে। অনেকদিন পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষক যেতে চায়নি—যাত্রাটা খুব দীর্ঘ ও কঠিন ছিল। গ্রামে পৌঁছানোর পরও স্বাস্থ্যগত বিষয়ে এতটাই খারাপ ছিল যে তারা নিশ্চিত ছিল যে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ একজন প্রশিক্ষকের সাথে কথা বললেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি যেতে রাজি হলেন।

জামাতটি টিসিটি প্রোগ্রাম পড়া শুরু করল। আল্লাহ তাদেরকে প্রথম যে প্রকল্পটি করতে চ্যালেঞ্জ করলেন তা ছিল তাদের গ্রাম থেকে মূল রাস্তা পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার পথ প্রশস্ত করা—পাহাড়ের মধ্য দিয়ে। তারা আল্লাহর কথা মান্য করে হাতের সরঞ্জাম দিয়ে রাস্তাটি প্রশস্ত করল। এটি খুব কঠিন কাজ ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাদের আশীর্বাদ করলেন। এই রাস্তার ফলে তাদের ফসলের দাম বেড়ে গেল কারণ তারা এখন তাজা অবস্থায় ফসল বাজারে নিয়ে যেতে পারত। বড় রাস্তার মানে হলো তারা এখন আরও বেশি বিক্রি করতে পারত—আর তাদেরকে পিঠে করে ফসল বহন করতে হত না। যেহেতু এখন তারা ভালো মুনাফা অর্জন করতে পারত, তাই তারা কম মদ পান করে বেশি কাজ করতে উৎসাহিত হল। লোকেরা তাদের জমিতে আরও বেশি কাজ করতে লাগল, আগের চেয়ে দশগুণ বেশি ফসল ফলাতে ও বিক্রি করতে লাগল!

গ্রামটি এখন আর সবচেয়ে অনুন্নত গ্রামগুলির মধ্যে একটি নয়, বরং দ্রুত উন্নতি করছে। যেহেতু জামাত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রয়োগ করেছে এবং সম্প্রদায়কে তা শিখিয়েছে, তাই সবাই জানে কিভাবে সাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসা করতে হয়, এবং প্রত্যেকের কাছে একটি শৌচাগার এবং একটি সবজির বাগান রয়েছে। জামাত একটি সাক্ষরতা কর্মসূচি শুরু করেছে; তাদের শেখার প্রেরণা দেখে সরকার একটি স্কুল দিয়েছে। আল্লাহ তাদের বিদ্যুৎ দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন যদিও তাদের এবং নিকটতম বিদ্যুৎ সরবরাহের মধ্যবর্তী অনেক গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ নেই।

এই গ্রামটি তাদের চারপাশের অনেকের জন্য একটি উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কীভাবে আল্লাহ আশীর্বাদ বর্ষণ করেন যখন তাঁর লোকেরা অন্যদের ভালোবাসার তাঁর আদেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করে। তিন বছর পরে যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা কতগুলো ভালোবাসার কাজ করেছে, তারা সংখ্যা দিতে পারেনি। এমনকি গত তিন মাসে কতগুলো করেছে জিজ্ঞাসা করলেও তা গুনে শেষ করা যেত না। বরং তারা ব্যাখ্যা করেছিল যে তারা এখন সপ্তাহে এক বা দুটি ভালোবাসার কাজ করে এবং এটি এখন তাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। যদি তারা দেখে যে কিছু করা দরকার, তারা তা করে ফেলে!

- ভালোবাসার কাজ এই গ্রামে কী প্রভাব ফেলেছে?
- কীভাবে একটি জামাত, আল্লাহ সম্পর্কে অল্প জ্ঞান নিয়েও, তাদের পুরো গ্রামকে রূপান্তর করতে পেরেছে?
    - *তারা ঈশ্বর যা করতে বলেছেন তা করেছে।*
    - *তারা যা শিখছিল তা প্রয়োগ করতে অধ্যবসায়ী ছিল।*

- এই মণ্ডলী কীভাবে আপনার মণ্ডলীর জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে?

পরিবর্তন আনার উপায়

বড় দলের আলোচনা

যেসব জামাত তাদের সম্প্রদায়ে সবচেয়ে নাটকীয় পরিবর্তন দেখেছে, তারা সব ধরনের ভালোবাসার কাজ—বড় ও ছোট—নিয়মিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, যেমন প্রতি মাসে বা এমনকি প্রতি দুই সপ্তাহে!

আসুন দেখি ৪টি উপায় যার মাধ্যমে আমরা একটি জামাত হিসেবে আমাদের সম্প্রদায়ে রূপান্তর আনতে সাহায্য করতে পারি।
শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *বোর্ডে ৪ ধরনের প্রেমের কাজ লিখুন বা একটি পোস্টার তৈরি করে অন্যদের পড়তে আমন্ত্রণ জানান।*

১. **ব্যক্তিগত ভালোবাসার কাজ** – একজন ব্যক্তি তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের সেবা করে।
২. **জামাত বা ছোট দলের ভালোবাসার কাজ** – জামাতের সদস্যরা একটি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে যা শেষ করতে এক বা দুই দিন লাগে।
৩. **বৃহত্তর ভালোবাসার কাজ** – বড় ধরনের কার্যক্রম যা দুই দিনের বেশি সময় নেয় এবং প্রায়ই জামাতের বাইরের সম্প্রদায়ের সদস্যদের জড়িত করে (যেমন: রাস্তা নির্মাণ)।
৪. **অব্যাহত শিক্ষা** – অন্যদের কাছে টিসিটি পাঠ শেখানো। এটি একটি ভালোবাসার কাজ কারণ এটি অন্যদের তাদের জীবন উন্নত করার দক্ষতা শেখায়।

ছোট দলের কাজ

- আপনার জামাত ইতিমধ্যে সম্প্রদায়ের সেবায় এই প্রতিটি উপায়ে কী কী করছে?
- সম্প্রদায়ের উপর আপনি কী প্রভাব দেখেছেন?
- কীভাবে আপনি আল্লাহকে আপনার প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করতে বা বৃদ্ধি করতে দেখেছেন?

প্রতিবেদন

শেষ হলে, ছোট দলগুলোকে তাদের সাক্ষ্য সমগ্র দলের সামনে উপস্থাপন করতে আমন্ত্রণ জানান।

উপসংহার

আজ আমরা শেষ করার সময় আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদেরকে যা অর্জন করতে সাহায্য করেছেন এবং আমাদের কাজের যে প্রভাব পড়েছে তার জন্য। কিছু সময় নিন আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে, কিছু প্রশংসা গান নির্বাচন করুন বা আপনার জামাতে উদযাপনের জন্য তা নিধার্রণ করুন।

অনুশীলনী ৭: পরবর্তী পদক্ষেপ

মূল ধারণা:

১. আমাদের সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করতে হলে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার কাজ প্রয়োজন।
২. ভালোবাসার কাজ পরিকল্পনা করার প্রক্রিয়ায় মোনাজাত একটি অপরিহার্য অংশ।

উপকরণ:

- ভালোবাসার কাজের ধরন পোস্টার (একটি পোস্টার তৈরি করুন বা হোয়াইটবোর্ডে লিখুন)
- চলমান শিক্ষা পোস্টার (একটি পোস্টার তৈরি করুন বা হোয়াইটবোর্ডে লিখুন)
- ঐচ্ছিক শিক্ষার্থী গাইড (শিক্ষার্থী সহায়িকা): ভালোবাসার কাজ পরিকল্পনার ধাপসমূহ

পুনরালোচনা

বড় দলের আলোচনা
গত পাঠে আমরা পরিবর্তন আনার চারটি উপায় দেখেছিলাম, কেউ কি সেগুলো মনে করতে পারেন?

১. **ব্যক্তিগত ভালোবাসার কাজ** – একজন ব্যক্তি তার পরিবার ও প্রতিবেশীদের সেবা করে।
২. **জামাত বা ছোট দলের ভালোবাসার কাজ** – জামাতের সদস্যরা এক বা দুই দিনে সম্পন্ন করা যায় এমন একটি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে।
৩. **বৃহত্তর ভালোবাসার কাজ** – দুই দিনের বেশি সময় নেয় এমন বড় কর্মকাণ্ড, যাতে জামাতের বাইরের সম্প্রদায়ের সদস্যরাও জড়িত থাকে (উদাহরণ: রাস্তা নির্মাণ)।
৪. **চলমান শিক্ষা** – টিসিটি পাঠ অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আজ আমরা দেখব কিভাবে আমাদের জামাতে এগুলিকে আরও বাস্তবায়ন করা যায়।

চারটি ক্ষেত্র

লূক ২:৫২ পড়ুন।

- কেউ কি মনে করতে পারেন ঈসা কোন চারটি ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন?
  - জ্ঞান, শারীরিক (কাঠামো), রূহানিক (আল্লাহর অনুগ্রহ), সামাজিক (মানুষের অনুগ্রহ)।
- এই প্রতিটি বিভাগে কী কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার কিছু উদাহরণ দিতে পারেন?
  - *জ্ঞান – শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন যেমন রোগের চিকিৎসা বা অর্থ ব্যবস্থাপনা শেখা।*
  - *শারীরিক – স্বাস্থ্যসেবা, স্থিতিশীল বাসস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিষ্কার পানি।*
  - *রূহানিক – নাজাত, আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া।*
  - *সামাজিক – বিবাহ ও পিতামাতার সম্পর্ক, সম্প্রদায়ের সম্পর্ক।*

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *চারটি ক্ষেত্র বোর্ডে লিখুন বা একসাথে কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করুন যতক্ষণ না পুরো দলটি এটি মুখস্থ করে।*

এই চারটি ক্ষেত্রেই ঈসা বৃদ্ধি পেয়েছিলেন এবং এটি আমাদের পরিবার, সম্প্রদায় ও ব্যক্তিগত বৃদ্ধিরও একটি মডেল। কখনও কখনও আমরা শুধুমাত্র এক ধরনের ভালোবাসার কাজে আটকে যেতে পারি—যেমন শুধু শারীরিক বা শুধু রূহানিক প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু যদি আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে পরিবর্তিত দেখতে চাই, তাহলে আমাদের এই চারটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন মেটাতে হবে।

ছোট দলের আলোচনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *ছোট দলে বিভক্ত করুন। প্রতিটি দলকে লূক ২:৫২ থেকে দুটি ক্ষেত্র দিন—অর্ধেক দল জ্ঞান ও শারীরিক, বাকিরা রূহানিক ও সামাজিক পাবে। তাদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলির জন্য নিচের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। প্রতিবেদনের সময় একবারে একটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করুন।*

- এই ক্ষেত্রে জামাত ইতিমধ্যে কী কী সেবামূলক কাজ করেছে?
- আমাদের সমাজে এই ক্ষেত্রে কী কী প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখতে পাচ্ছি?
- এই প্রয়োজনীয়তাগুলি মেটাতে আমরা কী কী ভালোবাসার কাজ করতে পারি?

প্রতিবেদন

চলমান শিক্ষা

বড় দলের আলোচনা

আমাদের তালিকার চতুর্থ ধরনের ভালোবাসার কাজ হল 'চলমান শিক্ষা'। আমরা যদি লবণ ও আলোরূপ জামাত হতে চাই, তাহলে চলমান শিক্ষা একটি ভালো অভ্যাস। এটি আমাদের জ্ঞানকে চারপাশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়, যাতে আরও বেশি মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারে।

চলমানভাবে শিক্ষা দেওয়ার বিভিন্ন উপায় রয়েছে।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *যারা পড়তে পারে তাদের জন্য এটি বোর্ডে লিখুন বা একটি পোস্টার তৈরি করে অন্যদের পড়ার আমন্ত্রণ জানান।*

১. **পালকের উপদেশ ও শিক্ষা** – ইমামরা সাধারণত জামাত ও সমাজে সম্মানিত শিক্ষক। রূহানিক শিক্ষা দেওয়া ও জামাতকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি, বিবাহ বা পিতামাতৃত্ব শক্তিশালী করার মতো দক্ষতা শেখানোরও সুযোগ থাকতে পারে। এটি উপদেশের সময় বা আলাদা সেশনে করা যেতে পারে।

২. **ছোট দলের অধ্যয়ন** – ছোট দলে অধ্যয়ন আমাদের রূহানিকভাবে বৃদ্ধি পেতে, ব্যক্তিগত ভালোবাসার কাজের জন্য একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ হতে এবং দলগতভাবে প্রতিবেশীদের সেবা করতে সাহায্য করে। ছোট দলগুলি মডিউল থেকে শেখা পাঠগুলি পুনরালোচনা করার বা অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি উত্তম স্থান। মহিলা দল থেকে যুব দল পর্যন্ত সবাই এই পাঠগুলি শুনে উপকৃত হতে পারে।

৩. **সম্প্রদায়ের সকলের জন্য আনুষ্ঠানিক ক্লাস** – স্বাস্থ্য, বিবাহ ও পরিবার, এবং অর্থ ব্যবস্থাপনা মডিউলের পাঠগুলি জামাতের পরিষেবার পরে বা সপ্তাহের মধ্যে শেখানোর জন্য অভিযোজিত করা যেতে পারে। এটি ঈসায়ী ও অ-ঈমানদারা একসঙ্গে শিখতে পারে, সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আরও পারস্পারিক ভাব আদান প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়।

৪. **অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ** – দৈনন্দিন জীবনে—অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, ক্ষেতে কাজ করা, সন্তানদের যত্ন নেওয়া, বন্ধুর সাথে চা পান করা—আমরা আমাদের চারপাশের মানুষের সাথে শেখা জিনিসগুলি ভাগ করতে পারি। একটি উদাহরণ হল একজন জামাতের সদস্য যিনি প্রতি সপ্তাহে তার সহকর্মীদের সাথে দুপুরের খাবারের সময় একটি পাঠ আলোচনা করেন। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার একটি ভালো উপায় হল প্রতি সপ্তাহে জামাতে একটি পাঠ পুনরায় শেখানো, যাতে লোকেরা এটি মনে রাখে এবং সপ্তাহের মধ্যে যাদের সাথে দেখা করে তাদের শেখাতে পারে।

ব্যক্তিগত প্রতিফলন ও প্রার্থনা

এই প্রশ্নগুলি আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করতে এবং তাঁর কাছ থেকে সত্য ও নতুন ধারণা পেতে সময় নিন।

- আমরা কতবার অন্যদের শিখিয়েছি যা আমরা শিখেছি?
- আমরা কিভাবে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে পারি? এমন কী শিক্ষার সুযোগ আছে যা আমরা এখনও দেখিনি?
- শিক্ষার জন্য আল্লাহ আমাদের কী সম্পদ দিয়েছেন? আমাদের কী কী অভাব রয়েছে?

প্রতিবেদন

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *ধারণাগুলি আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করুন চলমান শিক্ষার উদাহরণ আলোচনা করতে। তারা যে ক্ষেত্রগুলিতে এখনও ভালো নয় তা আলোচনা করতেও আমন্ত্রণ জানান। এই ক্ষেত্রগুলিতে বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ দিন।*

পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

বড় দলের কার্যক্রম: (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

কার্যাবলীর নির্দেশনা:

১. আমি ভালোবাসার কাজ পরিকল্পনার ধাপগুলি পড়ব।

২. আসুন সকলে উঠে দাড়াই

৩. প্রতিবার যখন আমি 'মোনাজাত' শব্দটি বলব, হাঁটু গেড়ে বা হাঁটু ভাঁজ করে হাত জোড় করুন, তারপর আবার সোজা হয়ে দাঁড়ান।

৪. একসাথে অনুশীলন করি।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা : বোল্ড শিরোনামগুলি *পড়ুন, প্রতিবার "মোনাজাত" শব্দটি জোর দিয়ে বলুন (যেমন: '১ নং: নিয়মিত দেখা করুন... ২ নং: একসাথে মোনাজাত করুন... ৩ নং: প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন ও মোনাজাত করুন... '); ক্লাস প্রতি বার হাঁটু গেড়ে বসে। এটি দ্বিতীয় (বা তৃতীয়!) বার পুনরাবৃত্তি করুন, প্রতিটি পয়েন্ট দ্রুততরভাবে বলুন। শেষে দলটি প্রার্থনায় উঠবস করবে।*

- পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় বিষয় কী?
    - *মোনাজাত!*

এখন আমরা প্রতিটি পয়েন্ট পড়ব, আপনারা বসতে পারেন। *(সবাইকে একসাথে শিরোনাম বলতে উৎসাহিত করুন। তারপর ব্যাখ্যাও পড়ুন এবং শিরোনামটি পুনরাবৃত্তি করতে বলুন।)*

১. **নিয়মিত দেখা করুন** – জামাত হিসেবে ভালোবাসার কাজের উপর ফোকাস করতে নিয়মিত দেখা করা প্রয়োজন, যাতে লোকেরা ব্যস্ত হয়ে এগুলি ভুলে না যায়। মাসে অন্তত একবার মোনাজাত, ভালোবাসার কাজ নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা করার জন্য দেখা করুন।

২. **একসাথে মোনাজাত করুন** – আল্লাহর শক্তি ও জ্ঞান ছাড়া আমরা আমাদের সম্প্রদায়কে সত্যিই পরিবর্তন করতে পারব না। এটি তাঁকে ছাড়া অসম্ভব, কিন্তু তাঁর সাথে আমরা সত্যিই পরিবর্তন আনতে পারি। মোনাজাতের গুরুত্ব কখনও ভুলবেন না; আমাদের কাজই যথেষ্ট এই ভুল ধারণায় কখনও ভুলবেন না!

৩. **প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন ও মোনাজাত করুন** – প্রত্যেকের উচিত মিটিংয়ে আসার সময় তাদের চারপাশের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত থাকা। দিনের বেলায় আপনি কী করা প্রয়োজন বা কাকে সাহায্য প্রয়োজন তা খুঁজে বের করুন। মিটিংয়ে আলোচনা করুন কী করা প্রয়োজন। আল্লাহর কাছে মোনাজাত করুন যেন তিনি আপনাদের দেখান কী করতে হবে এবং তাঁর গৌরব আনতে এমন একটি পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেন।

৪. **পরিকল্পনা তৈরি করুন ও প্রার্থনা করুন** – সাধারণত, পরিকল্পনাগুলি আল্লাহর দেওয়া সম্পদ ব্যবহার করে এবং অল্প সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব এমন হওয়া উচিত। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনার পরিকল্পনা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী হওয়া। কিতাব বলে যে আল্লাহর পথ আমাদের পথ নয়, তাই তিনি আপনাকে এমন কিছু করতে বলতে পারেন যা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়, কারণ এটি সম্পন্ন হলে তাঁর গৌরব হবে। গল্পে লোকদের জন্য রাস্তা নির্মাণ দিয়ে শুরু করা বোধগম্য ছিল না—আমরা সাধারণত একটি ছোট প্রকল্প দিয়ে শুরু করার পরামর্শ দিই। কিন্তু সেখানেই আল্লাহ তাদের শুরু করতে বলেছিলেন, এবং তারা যখন তা করল, এটি তাদের গ্রামে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

৫. **মোনাজাত করুন ও বাস্তবায়ন করুন** – একটি তারিখ ও সময় নির্ধারণ করুন, এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম ও লোকের তালিকা করুন। তারপর আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করুন।

৬. **মূল্যায়ন করুন ও আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে প্রার্থনা করুন** – কী প্রভাব হয়েছে তা দেখুন এবং কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করুন।

মনে রাখবেন: ছোট ছোট কাজ নিয়মিত করা একবারের বড় কাজের চেয়ে ভালো। ছোট কাজগুলি আপনাকে সফল হতে দেয়। সম্প্রদায় যখন আপনাকে বছরে একবার বড় কিছু করার বদলে নিয়মিত ছোট ছোট কাজ করতে দেখে, তখন এর সামগ্রিক প্রভাব বেশি হয়। একটি বড় কাজ দুর্দান্ত হবে, কিন্তু যদি তারা জামাতকে আর কখনও সম্প্রদায়ের জন্য কিছু করতে না দেখে, তবে এর প্রভাব শীঘ্রই হারিয়ে যাবে।

উপসংহার

আমাদের পরবর্তী পাঠে আমরা কিছু ভালোবাসার কাজ পরিকল্পনা করব।

শিক্ষক : *যদি আপনি সাপ্তাহিকভাবে এই পাঠগুলি অধ্যয়ন করছেন, বলুন:*
এই সপ্তাহে কিছু সময় নিন সম্প্রদায়ের কী কী প্রয়োজন রয়েছে তা আল্লাহকে দেখাতে বলুন, যেগুলির জন্য দলটি সাড়া দিতে পারে। আপনি কী দেখেছেন এবং আল্লাহ আপনাকে কী দেখিয়েছেন তা আলোচনা করতে প্রস্তুত হয়ে আসুন।

শিক্ষক : *যদি আপনি সরাসরি পরবর্তী পাঠে যাচ্ছেন, বলুন:*
পরবর্তী পাঠে যাওয়ার আগে, এই পাঠের নোটগুলি পুনরায় দেখুন। অন্যদের শেখানো বা বিভিন্ন ধরনের ভালোবাসার কাজ সম্পর্কে আপনার কী ধারণা হয়েছে? আল্লাহর কাছে মোনাজাত করুন যেন তিনি আপনাকে দেখান কোন ধারণাগুলো মনে রাখতে হবে যখন আপনি পরবর্তী পাঠে যাবেন।

অনুশীলনী ৮: আমাদের কর্মপরিকল্পনা

মূল ধারণা: মোনাজাত এবং আল্লাহর সাহায্যে, আমরা ভালোবাসার কাজের জন্য একটি পরিকল্পনা করবো।

উপকরণ:

- ঐচ্ছিক ছাত্র নির্দেশিকা (শিক্ষার্থী সহায়িকা): ভালোবাসার কাজের পরিকল্পনার ধাপসমূহ

পরিকল্পনা তৈরী করা

বড় দলের আলোচনা
কে মনে করতে পারবেন, আমরা শেষ পাঠে পরিকল্পনা তৈরির জন্য যেসব ধাপ দেখেছিলাম?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দলটিকে উৎসাহিত করুন যতটা সম্ভব ধাপ মনে করার চেষ্টা করতে। যখন তারা শেষ করবে, তখন ধাপগুলো আবার পড়ে শোনান।*

১. **নিয়মিত সাক্ষাৎ করুন** – ভালোবাসার কাজের উপর মনোযোগ দিতে হলে আপনাদের নিয়মিতভাবে মিলিত হতে হবে, যাতে মানুষ শুধু ব্যস্ত হয়ে ভুলে না যায়। কমপক্ষে মাসে একবার একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করুন, মোনাজাত করুন, ভালোবাসার কাজ সম্পর্কে আলোচনা করুন এবং পরিকল্পনা করুন।

২. **একসাথে মোনাজাত করুন** – কেবল আল্লাহর শক্তি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমেই আমরা আমাদের সমাজ পরিবর্তন করতে পারি। তাঁকে ছাড়া এটি অসম্ভব, কিন্তু তাঁর সাথে আমরা সত্যিই একটি পার্থক্য গড়ে তুলতে পারি। মোনাজাতের গুরুত্ব ভুলে যাবেন না; শুধুমাত্র এটি মনে করবেন না যে কেবল আমাদের কাজ যথেষ্ট!

৩. **প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন এবং মোনাজাত করুন** – প্রত্যেকেরই মিটিংয়ে আসার আগে চারপাশের প্রয়োজনীয়তা দেখে আসা উচিত। দৈনন্দিন জীবনে ঘুরে বেড়ানোর সময়, খেয়াল করুন কোথায় সাহায্যের প্রয়োজন। মিটিংয়ে, এসব নিয়ে আলোচনা করুন। একসাথে মোনাজাত করুন যেন আল্লাহ আপনাদের দেখান কী করা উচিত এবং এমন একটি পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেন যা তাঁকে মহিমা দেয়।

৪. **পরিকল্পনা করুন এবং মোনাজাত করুন** – *সবচেয়ে* গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার পরিকল্পনাগুলো আল্লাহ যা নির্দেশ করেছেন তার অনুসরণ করা। কিতাব বলে আল্লাহর পথ আমাদের পথের মতো নয়, তাই কখনো কখনো তিনি এমন কিছু করতে বলবেন যা আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হতে পারে, কিন্তু তা তাঁর মহিমা প্রকাশ করবে।

৫. **মোনাজাত করুন এবং বাস্তবায়ন করুন** – একটি নির্দিষ্ট তারিখ, সময়, প্রয়োজনীয় উপকরণ, সরঞ্জাম এবং মানুষের তালিকা নির্ধারণ করুন। এরপর পরিকল্পনা অনুসরণ করে কাজ শুরু করুন।

৬. **মূল্যায়ন করুন এবং আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান** – কাজের ফলাফল দেখুন এবং আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন আপনাকে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহায়তা করার জন্য।

এই পাঠে আমরা বাস্তবেই ভাবতে চাই যে আল্লাহ পরবর্তিতে আমাদের কি করতে বলছেন। আপনি যদি 'একটি রূপান্তরিত গ্রাম' গল্পটি মনে রাখেন, তাহলে মনে পড়বে যে সমস্ত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে কী করতে হবে - যদিও কাজটি ছিল বিশাল (রাস্তা নির্মাণ), তবুও তারা তা করেছিল। ফলাফল ছিল অপ্রত্যাশিত: তাদের আয় দশগুণ বেড়ে গেল, মদ্যপান ছেড়ে দিল, এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যে চলতে আরও মনোনিবেশ করল।

তাই আজ শুরু করি মোনাজাত করে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলি তিনি আমাদের কী করতে বলছেন। গত পাঠের '৪টি ক্ষেত্র' অংশে আপনি যে তালিকাগুলো তৈরি করেছিলেন এবং এই সপ্তাহে ঘুরে দেখার সময় আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়েছেন, তা বিবেচনা করার জন্য তাঁর জ্ঞান চাই।

প্রার্থনা

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *দলকে মোনাজাতের সময়ে নেতৃত্ব দিন। আল্লাহর জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় কাজ দেখানোর জন্য মোনাজাত করার পর, কিছুক্ষণ নীরব থাকুন। প্রায় পাঁচ মিনিট নীরব থাকার পর, আল্লাহকে ধন্যবাদ দিন যে তিনি আমাদের নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দিতে ইচ্ছুক।*

দলকে জিজ্ঞাসা করুন নীরব থাকার সময় তাদের মনে কোন ধারণা এসেছে কিনা। যদি না আসে, গত পাঠের তালিকাগুলো পর্যালোচনা করুন এবং কোনটি শুরু করার জন্য ভাল স্থান মনে হয় কিনা দেখুন। দলকে একটি প্রকল্প নির্বাচনে সাহায্য করুন।

বড় দলের আলোচনা

এখন যেহেতু আপনি একটি প্রকল্প ঠিক করেছেন, আমরা পরিকল্পনা করার সময় নেব। নিচের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পরিকল্পনা করুন:

১. প্রকল্পটি কখন করবেন?
২. কোন সম্পদের প্রয়োজন আছে? সেগুলো কিভাবে পাবেন?
৩. কি অন্য কাউকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে? কে তা করবে?
৪. বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন? কে জিজ্ঞাসা করবে?

বিশ্বস্ত থাকা

বড় দলের আলোচনা

মথি ২১:২৮-৩১ পড়ুন।

- এই আয়াতে কী ঘটেছে?
- কোন ছেলে পিতার ইচ্ছা পালন করল?
    - *দ্বিতীয় ছেলে। প্রথম ছেলে কথায় পিতাকে সন্তুষ্ট করল কিন্তু আনুগত্য করার ইচ্ছা ছিল না। দ্বিতীয় ছেলে প্রকৃতপক্ষে পিতার আদেশ পালন করল।*
- এটা আমাদের জন্য কী অর্থ বহন করে?
    - *শুধু পরিকল্পনা করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের তা বাস্তবায়ন করতে হবে।*

বড় দলের আলোচনা

- আপনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোন বাধা আসতে পারে?
- এই বাধাগুলো অতিক্রম করতে আপনি কী করতে পারেন?

মোনাজাত

আপনার পরিকল্পনাগুলো আল্লাহর হাতে সমর্পণ করে মোনাজাত করুন এবং তা পূরণে তাঁর সাহায্য চান।

উপসংহার

ছোট দলের আলোচনা

ছোট দলে, দেখুন প্রতিটি পাঠ থেকে একটি করে মূল ধারণা মনে করতে পারেন কিনা।

- এই মডিউল অধ্যয়নের ফলে আপনি কী কী বিষয় আলাদাভাবে করতে চান?

প্রতিবেদন

এই মডিউলে আমরা যা শিখেছি তার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে সময় নিন।

- কে মোনাজাত করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন যা শিখেছেন তা বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য?

অনুশীলনী ৯: স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা

মূল ধারণা: আমাদের একে অপরকে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে শিক্ষাদান, সুযোগ সৃষ্টি, লোকদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ, স্বীকৃতি, একসাথে কাজ করা, গুরুত্ববোধ এবং আনন্দের মাধ্যমে।

উপকরণ:

- চার্ট বা হোয়াইটবোর্ড এবং মার্কার
- ভিজ্যুয়াল এইড: সেবায় উৎসাহিত করার সাতটি উপায় - প্রতিটি ছোট গ্রুপের জন্য একটি কপি
- ঐচ্ছিক স্টুডেন্ট গাইড (শিক্ষার্থী সহায়িকা): সেবায় উৎসাহিত করার সাতটি উপায়
- ঐচ্ছিক স্টুডেন্ট গাইড (শিক্ষার্থী সহায়িকা): সেবাদানকারী জামাত

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *এই পাঠটি আপনার জামাতের নেতাদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা তাদের জামাতে আরও বেশি লোককে সেবার বা ভালোবাসার কাজে জড়িত করতে কীভাবে চিন্তা করতে পারে তা সহায়তা করতে পারে।*

ভূমিকা: সেবামূলক জীবনধারা

বড় দলের আলোচনা

১ করিন্থীয় ১২-এ পৌল সমগ্র দেহ সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে আমরা সবাই এবই দেহের অংশ এবং দেহটি ভালোভাবে কাজ করার জন্য দেহের সমস্ত অংশকে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে কিছু জামাতে মনে হয় জামাতে মাত্র একটি অংশ সেবায় জড়িত থাকে যখন বাকিরা সেবা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। এই পাঠে আমরা আরও বেশি লোককে সেবায় জড়িত করতে বা যারা সেবা করছে তাদের অনুপ্রাণিত রাখতে কিছু ভিন্ন উপায় দেখব।

ছোট দলের আলোচনা

ইবরানী ১০:২৪ পড়ুন: 'এবং আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি;'

- আপনি লোকদের সেবায় জড়িত করতে উৎসাহিত করতে কোন কোন উপায় ব্যবহার করেন? কী ভালো কাজ করছে? কী ভালো কাজ করছে না?
- আরও বেশি লোককে জড়িত করতে আপনার কী কী ধারণা আছে?
- লোকদের অনুপ্রাণিত রাখতে আপনি কী করতে পারেন?

প্রতিবেদন

এই পাঠের বাকি অংশে আমরা একে অপরকে ভালোবাসা ও ভালো কাজের দিকে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তার সাতটি ভিন্ন পরামর্শ দেখব।

সেবায় উৎসাহিত করার সাতটি উপায় (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *আপনি প্রতিটি পড়ার সময় তা বোর্ডে লিখুন।*

১. **সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিন**
   আমাদের জামাতে সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে। যদি আমাদের লোকেরা তাদের সম্প্রদায়ের সেবা করার জন্য আল্লাহর আহ্বান সম্পর্কে না জানে, তাহলে তারা সেবা না করলে আমরা অবাক হবো না।

২. সুযোগ সৃষ্টি করুন

ভালোবাসার কাজের মতো জিনিস সংগঠিত করে আমরা জামাতের লোকদের সেবায় জড়িত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করি। কিছু লোকের পক্ষে তারা কী করতে পারে তা দেখা কঠিন, বিশেষ করে যখন এটি জামাতের জীবনে একটি সাধারণ বিষয় হয়ে ওঠেনি। বিভিন্ন ধরনের লোকেরা যাতে বিভিন্ন প্রতিভা নিয়ে জড়িত হতে পারে তার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন। আপনার জামাতের বিভিন্ন প্রতিভা এবং তারা কীভাবে জড়িত হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করার সময় নিন। জামাত কী করতে পারে তার ধারণা নিয়ে আসতে অন্যদের জিজ্ঞাসা করুন। তারা যে সৃজনশীলতা দেখায় তাতে আপনি অবাক হতে পারেন।

৩. লোকদের অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান

অনেক লোক আসলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জড়িত হবে না যতক্ষণ না কেউ তাদের আমন্ত্রণ জানায়। তারা মঞ্চ থেকে কী ঘটছে তা শুনতে পারে, কিন্তু তারা শুধু অনুমান করে যে জামাতের অন্য লোকেরা এটি করবে। যারা কম সেবায় জড়িত তাদের খুঁজে দেখুন এবং যখন আপনার একটি ভালোবাসার কাজ বা অন্য সেবার সুযোগ থাকে যা তাদের নির্দিষ্ট দক্ষতার সাথে খাপ খায়, তখন তাদের আমন্ত্রণ জানানোর সময় নিন।

৪. স্বীকৃতি দিন এবং ধন্যবাদ দিন

আমরা সবাই স্বীকৃতি এবং ধন্যবাদ পছন্দ করি। রোমীয় ১৬ দ্রুত দেখুন—এটি নামের একটি দীর্ঘ তালিকা এবং সেই লোকেরা কী করেছিল তার একটি তালিকা। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন এই চিঠিতে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা কেমন অনুভব করবে জানতে পেরে যে পৌল তাদের কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এমন একটি মূল্যবান নথিতে তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার সময় নিয়েছেন? যদিও এই নামগুলি আমাদের কঠোর পরিশ্রমের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়, জামাত নেতা হিসাবে এটি আমাদের অন্যদের স্বীকৃতি দেওয়া এবং ধন্যবাদ দেওয়ার গুরুত্বও স্মরণ করিয়ে দেয়। নেতা হিসাবে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যারা সেবা করছে তাদের ধন্যবাদ দেওয়ার সময় নিই, বিশেষ করে যাদের প্রায়শই সবচেয়ে কম স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৫. গুরুত্বের উপর জোর দিন

মথি ২৫:৩৪-৪০ পড়ুন। অনেক উপায়ে এটি একটি অসাধারণ পদ। এটি আমাদের বলে যে আমরা যত ছোট্ট কারও জন্য করি না কেন, তা যেন আমরা মসীহের জন্য করছি। আমাদের ভালোবাসার কাজগুলি এত গুরুত্বপূর্ণ। যখন আমরা সেবা করতে বের হই, তা যেন আমরা মসীহের জন্য করছি। কল্পনা করুন যদি আমরা যাদের সেবা করছি তাদের মসীহ হিসাবে ভাবি—আমরা তাদের কীভাবে সেবা করব? আমাদের প্রচেষ্টা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে? লোকদের এটি দেখতে সাহায্য করতে হবে যে, তারা যখন সম্প্রদায়ের সেবা করে, তারা মসীহের সেবা করছে।

৬. একসাথে কাজ করুন

নিচের গল্পটি জোরে পড়ুন:

বছরের পর বছর জামাতটি ভাবত কেন জামাতটি আঙিনা পরিষ্কারের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি নিয়মিত পরিবর্তিত হয়। কেউ স্বেচ্ছাসেবক হত এবং তারপর, মাত্র ৩ বা ৪ মাস পরে, তারা বলত যে তারা আর কাজটি করতে পারবে না। জামাতের অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকরা বছরের পর বছর তাদের কাজে থাকত, তাহলে এই স্বেচ্ছাসেবকরা কেন এত দ্রুত পরিবর্তিত হয়? স্বেচ্ছাসেবকদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তারা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগই স্পষ্ট উত্তর দিতে অনিচ্ছুক ছিল। কেউ পরামর্শ দিয়েছিল যে, যদি তাদের একটি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণকারী দল থাকে, তাহলে এটি ভালো হবে। জামাত এটি চেষ্টা করার সঠিক হবে বলে মনে করল, এবং একটি বাগান দল গঠন করা হল।

আজ বাগান দলে বেশ কয়েকজন বাবা ও ছেলে এবং অন্যান্য পুরুষ রয়েছে। তারা প্রতি শনিবার সকাল ৭টায় একসাথে মিলিত হয়। তারা একটি মোনাজাত দিয়ে শুরু করে এবং তারপর বিভিন্ন এলাকায় যায় যেখানে তারা জোড়ায় জোড়ায় একসাথে কাজ করে—২ জন গাছ ছাঁটে, ২ জন ঝাড়ু দেয়। সকাল ৯টায় তারা একসাথে কফি পান করে এবং তাদের জীবনে কী চলছে তা আলোচনা করে। সবার আলোচনা করার সুযোগ থাকে, এবং তারা একটি মোনাজাত দিয়ে শেষ করে। তারপর তারা আবার বাইরে গিয়ে একসাথে কাজ করতে থাকে। এখন লোকেরা বছরের পর বছর বাগান দলের অংশ হিসাবে থাকে। তারা শুধু তখনই ছেড়ে যায় যখন তাদের স্বাস্থ্য আর চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না বা তাদের অন্য বাধ্যবাধকতা থাকে।

আলোচনা করুন:

- কী স্বেচ্ছাসেবকদের অনেক বেশি দিন কাজ করতে ইচ্ছুক করেছিল?

- আপনি কেন মনে করেন যে একসাথে সেবা করা এত গুরুত্বপূর্ণ?
- ঐক্য গড়ে তুলতে তারা কী কী করেছিল?
- লোকদের একসাথে সেবা করতে সাহায্য করার জন্য আমাদের কিছু ধারণা কী কী?

৭. এটিকে উপভোগ্য করুন

লোকেরা সেই জিনিসগুলি বেশি করবে যা তারা উপভোগ করে! তারা যখন যা করছে তা উপভোগ করছে তখন তারা আরও বেশি সময় কাজ করবে এবং আরও বেশি জড়িত হবে। কখনও কখনও আমরা মনে করি যে ঈসায়ী বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে করা প্রয়োজন, কিন্তু কিতাব প্রায়ই আনন্দের কথা বলে। বেহেশত হবে আনন্দে পূর্ণ একটি স্থান।

ছোট দলের আলোচনা

পরিচালক: *প্রতিটি দলকে* ***ভিজ্যুয়াল এইড:*** *সেবায় উৎসাহিত করার সাতটি উপায় থেকে এই প্রশ্নগুলোর একটি কপি দিন*

- আপনি কি এই পদ্ধতিগুলোর কোনটি চেষ্টা করেছেন? কী কাজ করেছে? কী কাজ করেনি?
- সেবার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিতে আমরা কোন কোন আয়াত ব্যবহার করতে পারি?
- আপনি লোকদের স্বীকৃতি দিতে এবং ধন্যবাদ দিতে কোন কোন উপায় ব্যবহার করেছেন? আপনি কী কী অন্যান্য ধারণা চেষ্টা করতে পারেন?
- আপনি কিভাবে আরও বেশি আনন্দ সৃষ্টি করতে পারেন? সেবাকে আরও বেশি মজাদার করতে কী কী উপায় আছে?

প্রতিবেদন

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *নিশ্চিত করুন যে আপনি ক্লাসকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে এবং প্রতিবেদন ফিরতে পর্যাপ্ত সময় দিয়েছেন।*

বড় দলের কার্যক্রম:

আমরা সেবায় জড়িত হতে লোকদের উৎসাহিত করার সাতটি উপায় দেখেছি: শিক্ষাদান, সুযোগ সৃষ্টি, লোকদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ, স্বীকৃতি, একসাথে কাজ করা, গুরুত্ববোধ এবং আনন্দ।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *সবাইকে সামনে আসতে বলুন এবং তাদের জন্য সবচেয়ে অনুপ্রেরণাদায়ক ৩টি জিনিসের পাশে একটি চিহ্ন দিন।*

- সবাই কি একই পদ্ধতি বেছে নিয়েছে? *সাধারণত, তারা ভিন্ন হবে।*
- ব্যাখ্যা করুন যে সব মানুষ ভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তাই আমাদের জামাতে আমাদের এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যা সব ধরনের মানুষকে অনুপ্রাণিত করে।
- এমন কি আছে যা খুব বেশি স্কোর করেছে? আপনি কেন মনে করেন এইগুলো বেশি স্কোর করেছে? এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনার জামাতে লোকদের উৎসাহিত করার উপায় আছে?

একটি সেবাদানকারী জামাত

যদি আমরা চাই যে আমাদের জামাতগুলো নিয়মিত ভালোবাসার কাজ করার একটি জীবনধারা গড়ে তুলুক (মাঝে মাঝে নয়), তাহলে আমাদের প্রথমে আমাদের জামাতের জন্য মোনাজাত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। তারপর আমাদের ভালোবাসার কাজ সম্পর্কে কথা বলতে, করতে এবং নিয়মিত উদযাপন করতে যা করতে পারি তা করতে হবে। একটি জামাতের গল্প শুনুন যারা তাদের জামাতের জন্য ভালোবাসার কাজকে জীবনধারা করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছিল। (শিক্ষার্থী সহায়িকা)

ইমাম জেমস কিছুটা পরাজিত বোধ করছিলেন। তিনি জানতেন যে তিনি তার জামাতে লোকদের সেবা করতে চান, কিন্তু তিনি জানতেন না কিভাবে। একজন বন্ধু তাকে ইমাম মোশি ফোন নম্বর দিয়েছিলেন এবং পরামর্শের জন্য তাকে কল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি ইমাম মোশিকে কল করলেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পরে তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে তার জামাতে একটি সেবার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। ইমাম জেমসকে স্বীকার করতে হয়েছিল যে তার কোন ধারণা নেই একটি

সেবার পরিবেশ কী। *'চিন্তা করবেন না,'*ইমাম মোশি উত্তর দিলেন, *'আমিও জানতাম না কয়েক বছর আগে পর্যন্ত। আমাদের একটি সেবায় আসুন, এবং আমি আপনাকে দেখাবো আমি কী বোঝাতে চাইছি।'*

ইমাম জেমসকে জামাতের প্রবেশদ্বারে ইমাম মোশি স্বাগত জানালেন। তিনি স্বস্তি এবং খুশি হলেন দেখে যে ইমাম মোশি সত্যিই তাকে সাহায্য করতে চান শুধু তার বড় জামাত প্রদর্শন করার জন্য তাকে ডেকে আনেননি।

যখন তারা জামাতে প্রবেশ করলেন,ইমাম জেমস একটি বড় পোস্টার লক্ষ্য করলেন। এটির শিরোনাম ছিল 'একটি সেবা দিনে জড়িত হোন।' শিরোনামের নিচে আয়াতটি ছিল '... আর, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা সৎকর্ম করিতে নিরুৎসাহ হইও না। - ২ থিষলনীকীয় ৩:১৩।' এর নিচে, প্রতিটি মাস তালিকাভুক্ত ছিল যার পাশে ৩টি লাইন ছিল। প্রথম লাইনটি ছিল সেই মাসে করা ভালোবাসার কাজের সংখ্যা, দ্বিতীয় লাইনটি ছিল যাদের সাহায্য করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা, এবং তৃতীয় লাইনটি ছিল যারা সাহায্য করতে জড়িত ছিল তাদের সংখ্যা।

'এটা কী?' ইমাম জেমস জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমাদের প্রতি মাসে একটি সেবা দিন আছে,' ইমাম মোশি ব্যাখ্যা করলেন। 'সেই দিনগুলোতে আমরা জামাতে যতটা সম্ভব লোকদের কোনো না কোনোভাবে সেবায় জড়িত করতে চেষ্টা করি। আমি নিয়মিত লোকদের আমন্ত্রণ জানাই যখন আমি প্রচার করি, এবং জামাতের লোকেরা তাদের দৈনন্দিন মিথস্ক্রিয়ায় অন্যদের আমন্ত্রণ জানায়। কিছু লোক বাগান করতে বা একটি ঘর পুনরায় রঙ করতে জামাতে সেবা করে। অন্যরা সমাজে একটি বাড়ি মেরামত করতে বা শিশুদের জন্য একটি মজার দিন পরিচালনা করে সেবা করে। জামাতের চারপাশে বেশ কয়েকটি পোস্টার আছে যা লোকদের এই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয় এবং তাদের দেখতে সাহায্য করে যে কত লোক সেবা করছে এবং যে আমাদের এখনও তাদের জড়িত হওয়া দরকার। প্রতি মাসে, আমরা রেকর্ড করি যে আমরা কতগুলি ভালোবাসার কাজ করতে পেরেছি, কত লোককে সাহায্য করা হয়েছে, এবং কত লোক জড়িত ছিল। প্রতি মাসে, আমরা জড়িত লোকের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করি।'

ইমাম জেমস জামাতের চারপাশে তাকালে লক্ষ্য করলেন যে এটি সত্য—দেয়ালে বিভিন্ন পদ সহ বেশ কয়েকটি পোস্টার ছিল। পিছনের দেয়ালে অতীতে ঘটে যাওয়া বেশ কয়েকটি সেবা ইভেন্টের ফটো ছিল। বিভিন্ন জিনিসে জড়িত লোকদের অনেক ফটো ছিল: বাড়ি নির্মাণ, রাস্তা মেরামত, জামাত পরিষ্কার, এবং শিশুদের শিক্ষা দেওয়া। ফটোগুলোর উপরে একটি বড় সাইন ছিল যা লেখা ছিল, 'আসুন একসাথে আল্লাহর রাজ্য গড়ে তুলি।'

ইমাম জেমস একটি আসন খুঁজে পেলেন যখন ইমাম মোশি সেবা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হলেন। ইমাম জেমস লক্ষ্য করলেন যে বন্ধুত্বপূর্ণ লোকেরা দরজায় সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং একজন মহিলা অন্ধ ও বৃদ্ধদের আসন খুঁজে পেতে এবং তাদের চা পরিবেশন করতে সাহায্য করছেন। তিনি এই জামাতে খুব স্বাগত বোধ করলেন এবং ভাবলেন যে তিনি তার জামাতে এমন কিছু করতে পারেন কিনা।

যখন সেবা শুরু হল, যুবকরা একটি নৃত্য পরিবেশন করল এবং জামাত গান গাইল। এবাদতের সময় শেষে, ইমাম মোশি লোকদের একটি সাক্ষ্য শেয়ার করতে আমন্ত্রণ জানালেন। একজন বয়স্ক মহিলা সামনে এলেন এবং শেয়ার করলেন, 'আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি এবং এখন আমি একা আমার নাতিকে দেখাশোনা করছি। আমার বাড়িটি খারাপ অবস্থায় ছিল এবং খুব বেশি পানি ঝড়ত করত এবং আমার নাতি স্কুলে খারাপ করছিল।' হঠাৎ, তিনি প্রশস্তভাবে হাসলেন, 'এখন জামাতে এসে আমাকে সাহায্য করেছে ছাদ মেরামত করে। আর কিছু কিশোর আমার নাতিকে একটি টিউটরিং প্রোগ্রামের অংশ হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যাতে সে স্কুলে ফেল না করে। জামাত যেভাবে আমার যত্ন নিয়েছে তার জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ!' সবাই সাক্ষ্যে আবেগাপ্লুত হল। পাষ্টর মোশি জামাতের সামনে ফিরে গেলেন এবং বাড়িটি পুনর্নির্মাণ করা দল এবং টিউটরিং দলকে দাঁড়াতে বললেন। তারা যখন দাঁড়াল, সমগ্র জামাত তাদের জন্য জোরে হর্ষধ্বনি করল। তাদের খুব খুশি দেখাল এবং দ্রুত বসে পড়ল। ইমাম মোশি মহিলা এবং সেবা দলগুলোর জন্য একটি দ্রুত মোনাজাত করলেন—তাদের সাহায্য করার ইচ্ছার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেন যে তিনি তাদের ব্যবহার করেছেন, এবং আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি জামাতকে তাদের সেবার কাজ দ্বারা তাঁকে গৌরবান্বিত করতে সাহায্য

করতে থাকুন। তারপর পাষ্টর মোশি জামাতকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে সেবা দিন মাত্র ২ সপ্তাহ পরে আসছে। তিনি তাদের বললেন যে যদি তারা আল্লাহর রাজ্য গড়ে তুলতে চায় তবে তাদের সমগ্র দেহকে একসাথে কাজ করতে হবে। তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে দেহের কোন অকেজো অংশ নেই এবং যে, মানুষের দেহের মতো, যদি এমন অংশ থাকে যা কাজ করছে না, তবে সমগ্র দেহটি যতটা ভালোভাবে কাজ করতে পারে ততটা ভালোভাবে কাজ করছে না। তারপর তিনি যারা ইতিমধ্যেই সাইন আপ করেছেন তাদের বললেন যে তারা নিশ্চিত করুক যে তারা সবাই সেবা দিনে কাউকে তাদের সাথে যোগ দিতে বলেছে।

সেবা চলতে থাকলে, ইমাম জেমস এ পর্যন্ত তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা বিবেচনা করলেন। এটি কি কোন আশ্চর্য বিষয় যে এই জামাতের অনেক লোক নিয়মিত ভালোবাসার কাজে জড়িত ছিল? তিনি অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে পাষ্টর মোশি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে আপনাকে একটি সেবার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

ছোট দলের আলোচনা

- এই গল্পে সেবায় উৎসাহিত করার সাতটি উপায় কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?
- আপনি কী কী অন্যান্য ধারণা শিখতে পারেন যা আপনার ভালোভাবে কাজ করতে পারে?

উপসংহার

ইফিষীয় ৪ বলে: 'সমস্ত দেহ...প্রেমে বেড়ে উঠে ও গড়ে উঠে যখন প্রতিটি অংশ তার কাজ করে।' আমরা বেড়ে উঠি যখন আমাদের আমাদের উপহারগুলি ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া হয়! নেতা হিসাবে আমরা সমগ্র জামাতকে সেবায় জড়িত করতে উৎসাহিত করতে চাই।

ব্যক্তিগত প্রতিফলন

সেবায় অন্যদের উৎসাহিত করার সাতটি উপায় এবং গ্রুপগুলিতে উৎপন্ন ধারণাগুলি আবার দেখুন। এই মাসে আপনার জামাতে আরও বেশি লোককে সেবায় জড়িত করতে আপনি অনুশীলনে কী তিনটি জিনিস রাখতে চান?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা: *তাদের জামাত এবং একে অপরের জন্য মোনাজাত করার সময় নিয়ে শেষ করুন।*